চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
গৌরবের ৬৬ তম বছর
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 15 July, 2020 ■ আগরতলা, ১৫ জুলাই, ২০২০ ইং ■ ৩০ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মঙ্গলবার চিরাচরিত প্রথায় পালিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী কের পূজা। ছবি নিজস্ব।

গ্রামীণ এলাকার সীমান্ত থেকে ১ কিমি ও পুর এলাকার সীমান্ত থেকে আধা কিমি জুড়ে

১৭ জুলাই থেকে ৭ দিন সম্পূর্ণ লকডাউন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। আনলক ২.০ চলাকালীন করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১ কিমি এলাকায় এবং পুর নিগম এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে আধা কিমি এলাকায় ৭ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তাতেও করোনা-র প্রকোপে লাগাম ধরা সম্ভব না হলে ত্রিপুরা সরকার আরও কঠোর হবে বলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। সাথে তিনি যোগ করেন, এখন থেকে আরটিপিসিআর এবং অ্যান্টিজেন টেস্ট মিলে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৭ হাজার পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার আরও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। কারণ, সীমান্ত এলাকায় করোনা-র প্রকোপ মানুষের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকির বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই, জনস্বার্থে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় ১১৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ২২টি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রত্যেক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকায় ২৫ জনের অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে এবং ৫ জনের লালারস সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে। তাতে, প্রতিদিন প্রায় ৪ হাজার পরীক্ষা হবে।

এছাড়া বিমানবন্দরে প্রত্যেক যাত্রীর লালারস সংগ্রহ করা হবে এবং চোরাইবাড়ি দিয়ে যাঁরা আসবেন তাঁদের অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষা করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, এখন থেকে হাসপাতালে ভরতি অর্থাৎ ইনডোরের প্রত্যেক রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হবে। অ্যান্টিজেন কিট দিয়ে পরীক্ষায় কোভিড-১৯ রিপোর্ট যদি নেগেটিভ আসে তবু ওই রোগীকে হাসপাতালে ভরতি করা হবে। এছাড়া অন্য আউটডোরের রোগীদের পাঠানো হবে কোভিড সেন্টারে। বলেন এতে সবমিলিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৭ হাজার পরীক্ষা হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আইনমন্ত্রীর মতে, এক্ষেত্রে সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা, গাড়ির চালক, ব্যবসায়ী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের পরীক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

আইনমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ছে। তাই, নতুন ল্যাব টেকনিশিয়ান নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। তিনি বলেন, প্রতি জেলায় অতিরিক্ত ১০ জন এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ১২ জন ল্যাব টেকনিশিয়ান নিযুক্তির সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাঁদের মাসিক ২০ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে। আগস্ট পর্যন্ত ওই ল্যাব টেকনিশিয়ানরা নিযুক্ত থাকবেন। তিনি আরও বলেন, ত্রিপুরায় আরটিপিসিআর যন্ত্র আরও ২টি এসেছে এবং আরও ১টি কিছুদিনের মধ্যে আসবে। ফলে, এখন নমুনা পরীক্ষার সামর্থ্য বেড়ে গেছে। তাঁর দাবি, টিএমসি, উদয়পুর এবং ধর্মনগরে ১টি করে আরটিপিসিআর যন্ত্র বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রীর কথায়, ১৭ জুলাই থেকে পুর নিগম এলাকার সীমান্ত থেকে আধা কিমি জুড়ে ৭ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন থাকবে। তেমনি, গ্রামীণ এলাকার সীমান্ত থেকে ১ কিমি জুড়ে ৭ দিনের জন্য সম্পূর্ণ লকডাউন পালন করা হবে। এ-ক্ষেত্রে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আরও ৯০ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হলেন ৬৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রাজ্যে নতুন করে ৯০ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মঙ্গলবারসোশ্যাল মিডিয়ায় ট্যুইট করে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ২৭৬১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৯০ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। আক্রান্তদের মধ্যে পশ্চিম জেলায় ২৯, সিপাহীজলায় ৬, খোয়াইয়ে ৯, দক্ষিণ জেলায় ৭, গোমতী জেলায় ৭, উত্তর জেলায় ১৬, ধলাই জেলায় ১২ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন. আক্রান্ত। অন্যদিকে, এদিন ৬৩ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়িতে ফিরেছেন বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে।

তুলাশিখড়ে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের উপর আইপিএফটি কর্মীদের সশস্ত্র আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। জোট শরিক আইপিএফটির আক্রমণের শিকার হল বিজেপির সাংসদ সহ দলের অন্যান্য নেতা কর্মীরা। ঘটনা মঙ্গলবার খোয়াই জেলার তুলাশিখড়ে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীদের উপর আইপিএফটির কর্মীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। তাতে আহত হয়েছেন বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী। এই ব্যাপারে থানায় এফআইআর করা হয়েছে আইপিএফটির বিরুদ্ধে। জোট শরিক আইপিএফটির পরপর এই ধরনের আক্রমণের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে তুলাশিখড়ে বিজেপির এক কর্মীকে বেধরক মারধর করেছিল আইপিএফটির কর্মীরা। মারাত্মকভাবে তিনি আহত হয়েছিলেন। তাকে দেখার জন্য গিয়েছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী সহ বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী। তার সাথে দেখা করে ফেরার পথে আইপিএফটির কর্মীদের আক্রমণের মুখে পড়েন তারা। তুলাশিখড় বাজারে আইপিএফটির অফিসের সামনে বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের উপর হামলা করা হয়। তখন স্থানীয় বিজেপি নেতা কর্মীরা বাইকে এসকর্ট করে অন্য পথে নিরাপদ স্থানে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। এদিকে, সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা অভিযোগ করেছেন, পুলিশ সুপার, এসডিপিও'র সামনে আইপিএফটির কর্মীরা পাথর ও বোতল দিয়ে ঠিল ছুঁড়তে থাকে। এই ব্যাপারে পুলিশের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পুলিশের ভূমিকায় উষ্মা প্রকাশ করেছেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। এইদিনের ঘটনার প্রেক্ষিতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

চাম্পাহাওয়রে ধৃত সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী করোনায় আক্রান্ত, চার পুলিশ গৃহে একান্তবাসে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। চাম্পাহাওয়রে ধৃত সন্দেহভাজন উগ্রপন্থীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাকে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। তার সংস্পর্শে আসা চার পুলিশ কর্মীকে গৃহে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

গত রবিবার ত্রিপুরায় খোয়াই জেলায় সন্দেহভাজন উগ্রপন্থী পুলিশের জালে ধরা পড়েছিল। জিজ্ঞাসাবাদের পর গতকাল পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আজ মঙ্গলবার আদালতে সোপর্দ করার আগে তার মেডিক্যাল টেস্ট হয়। তখন তার কোভিড-১৯ পরীক্ষাও হয়েছিল। এতে তার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

খোয়াই জেলা পুলিশ প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই উগ্রপন্থীকে আজ আগরতলার ভগৎ সিং যুব আবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টারে ভরতি করা হয়েছে। এছাড়া, তাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় চার পুলিশ কর্মী তার সংস্পর্শে ছিলেন। তাঁদের গৃহে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই উগ্রপন্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন যে সকল পুলিশ আধিকারিক তাঁদেরও একান্তবাসে পাঠানো হবে।

সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন না করে

বিধায়ক পদ ছেড়ে দিন, নাম না করে সুদীপকে বিঁধলেন নবেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন না করে বিধায়ক পদ ছেড়ে দিন। নির্বাচনের জন্য তৈরি বিজেপি। মঙ্গলবার এই সুরেই নাম না করে বিজেপি-র বিদ্রোহী বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার সাথে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের তথ্য নিয়ে লুকোচুরি হচ্ছে অভিযোগ এনে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ। চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, করোনা আক্রান্তের তথ্য নিয়ে লুকোচুরি খেলার বদলে জনগণকে সমস্ত কিছু খুলে বলা উচিত। না-হলে, আগামীদিনে বিপদ বাড়বে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর কথায়, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি কোনওভাবেই সরকারি ব্যর্থতা নয়। তবে সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আরও সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

ইতিপূর্বেও বিধায়ক সুদীপ বর্মণ করোনা ইস্যুতে অভিযোগের সুরে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। দলীয় বিধায়কের এ ধরনের কাজকর্মে বিজেপি ভীষণ অসন্তুষ্ট, তা আজ অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ-বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নাম না করে আজ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সুদীপ রায়বর্মণকে বিঁধেছেন। তাঁর সাফ কথা, যাঁরা করোনা-সংক্রমণের প্রকৃত তথ্য জানতে আগ্রহী তাঁরা সরকারের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারেন। কিন্তু প্রচারের আলোয় এসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলা বাজারে আগুনে পুড়ল পাঁচটি দোকান, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ জুলাই।। সোমবার মাঝরাতে উত্তরের কদমতলা বাজারে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। সম্পূর্ণরূপে পুড়ে ছাই রোজ ফ্লাওয়ার নামক বিস্কুট বেকারি সহ ছোট বড় ৪/৫ টি দোকান। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়।বিস্কুট বেকারি থেকে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের কারণে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে প্রাথমিক ধারণা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২৫ লক্ষাধিক টাকা।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন কদমতলা বাজারের প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতেও নৈশ প্রহরী ও কদমতলা থানার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীরা বাজারে ডিউটি করছিলেন। তখন প্রায় রাত ১২:৩০ মিনিট।সেই সময় কদমতলা সবজি বাজার সংলগ্ন রথীন্দ্র নাথের ভাড়া ঘরে লালমোহন দাসের রোজ ফ্লাওয়ার নামের বিস্কুট বেকারির ভেতর আগুন দেখতে পান নৈশ প্রহরী ও পুলিশকর্মীরা।তড়িঘড়ি প্রেমতলা দমকল বাহিনী ও কদমতলা থানায় খবর দিলে প্রেমতলা দমকল অফিসের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়।এরইমধ্যে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

বিস্কুট বেকারি ঘরের ভেতর আগুনের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রামীণ এলাকায় কাজের অভাব নেই ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। বিরোধীদের বিশেষ করে সিপিএমের কাজের অভাবের দাবি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি বছর ভিত্তিক তথ্য তুলে ধরে দাবি করেন, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর গ্রামীণ এলাকায় রেগায় কাজ বেশী বরাদ্দ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাম আমলের রেগার কাজের টাকা সরকার পরিবর্তন হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই পরিশোধ করা হয়েছে।

আজ সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী তথ্য দিয়ে বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেগায় কাজ হয়েছে ৩২ শ্রমদিবস। তেমনি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৬ শ্রমদিবস কাজ হয়েছে। কিন্তু, সরকার পরিবার্তন হওয়ার পর ২০১৯-২০ অর্থবছরে রেগায় শ্রমদিবস বেড়ে হয়েছে ৬০ এবং চলতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজস্থানে পাচার হওয়া নাবালিকাকে আজ ফিরিয়ে আনা হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রাজস্থানে পাচার হওয়া নাবালিকাকে আগামীকাল বুধবার ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা হবে। ত্রিপুরা থেকে তাকে আনতে পুলিশ সহ চারজন গেছেন।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রটেকশন অব চাইল্ড রাইটস (টিসিপিসিআর)-এর চেয়ারম্যান নীলিমা ঘোষ জানিয়েছেন, অবশেষে ওই নাবালিকাকে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে। তিনি বলেন, গতকাল দুই পুলিশ কর্মী, চাইল্ড লাইনের একজন এবং একজন সিডিপিও রাজস্থানের ঝুনঝুনুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। রাত আড়াইটে নাগাদ তাঁরা সেখানে পৌঁছেছেন। আজ সমস্ত নিয়ম নির্দেশিকা পূরণ করে ওই নাবালিকাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছেন তাঁরা।

নীলিমা ঘোষের কথায়, আগামীকাল দুপুরের মধ্যে তারা সড়কপথে দিল্লি পৌঁছেবেন। এর পর বিমানে দিল্লি থেকে আগরতলায় আসবেন। তিনি বলেন, ওই নাবালিকাকে বিমানবন্দর থেকে সোজা ঊনকোটি জেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে পুলিশ তার একান্তবাসের ব্যবস্থা করবে। টিসিপিসিআর চেয়ারম্যান বলেন, অনেক চেষ্টার ফলে ত্রিপুরা থেকে পাচার হওয়া নাবালিকাকে সুরক্ষিতভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তাতে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, হাইকোর্টের নির্দেশে এনসিপিসিআর-এর সহায়তায় রাজস্থানে পাচার হওয়া ত্রিপুরার নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ওই নাবালিকা সেখানে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। এমন-কি এক সময় সে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। তাকে চিকিৎসায় করোনা মুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লংতরাইয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মৃত্যু বন দপ্তরের করণিকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ধলাই জেলার লংতরাই ভ্যালি মহকুমার জামির ছড়া এলাকায় নিজ বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃতের নাম নাইথক ত্রিপুরা। মৃত ব্যক্তি বনদপ্তর করণিক পদে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। তিনি আম বাসায় কর্মরত ছিলেন।

মঙ্গলবার নিজ বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ওই ব্যক্তি। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। এ ব্যাপারে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে বনদপ্তর এর পর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কের পূজা অনুষ্ঠিত, শুভেচ্ছা জানিয়ে মঙ্গল কামনা অমিত শাহ ও জেপি নাড্ডার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। ত্রিপুরায় আজ ঐতিহ্যবাহী কের পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলার উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে প্রথা মেনে জনজাতিদের এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে করোনা-প্রকোপের পরিস্থিতিতে সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন।

ত্রিপুরার রাজবংশের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব কের পূজাঊ শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে সাত দিনের খারচি পূজা ১৪ দেবতার মন্দিরে শেষ হওয়ার পরের সাত দিনের মাথায় শুরু হয় কের পূজাঊ হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর পূজায় যে সব আচার-উপাচার দেখা যায়, তা কের পূজায় দেখা যায় নাঊ প্রথমত, উপাস্য দেব-দেবীর কোনওরকম মূর্তি নেই এই পূজায়ঊ এর আচার-অনুষ্ঠান অনুপমঊ আদিভৌতিক শক্তির ভয় থেকে রক্ষা পেতে এই পূজা করা হয় এবং আচার-অনুষ্ঠানের পুরোহিত এবং যার নির্দেশে এই পূজা সম্পাদিত হয় তাঁর নাম চন্তাইঊ কের পূজায় কঠোর নিয়মকানুন মানা হয়ঊ ওই নিয়ম চন্তাই যেমন নিখুঁতভাবে মানেন, তেমনি এই নিয়ম পালনে জন-ঘোষণাও করা হয়ঊ এটাও তাঁদের পরম্পরাগত রীতিঊ বলা হয়ে থাকে, যে এই নিয়ম ভঙ্গ করবেন তাঁকে দৈবশক্তির কাছে শাস্তি পেতে হবেঊ

কের ও খারচি, উভয় পূজাই রাজ-পরিবরের ও ত্রিপুরী উপজাতিদের পূজাঊ কিন্তু, ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে এবং গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতেই উভয় পূজার পৃষ্ঠপোষক রাজ্য সরকার স্বয়ংঊ দুটো পূজার ক্ষেত্রেই সরকারি পুলিশ পূজার পবিত্রতা রক্ষায় নিয়োজিত থাকেঊ

তবে কের পূজাকে ঘিরে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞামূলক সংস্কারও রয়েছেঊ এই পূজার দিনগুলিতে সমাজের প্রধান হয়ে ওঠেন চন্তাইঊ কের পূজার সংস্কার কোনও কারণে কেউ ভঙ্গ করলে চন্তাই মহারাজ তাঁকে শাস্তি দিতে পারেনঊ আজকাল কের পূজার সংস্কার ও বিধিনিষেধ বলবৎ থাকে পুজাস্থল সহ তার বাইরে বিরাট এলাকা জুড়েঊ অবশ্য কের পূজার নিয়ম-কানুনের এই গণ্ডি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের পশ্চিম দিকের একটি অংশের মধ্যেই এখন সীমাবদ্ধঊ নির্ধারিত ওই এলাকায় লোকজনকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই সময়। রাজবাড়ির বাইরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার প্রকোপ ঃ সমস্ত দলীয় কর্মসূচি সাময়িক স্থগিতের সিদ্ধান্ত প্রদেশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। করোনা অতিমারির জেরে সমস্ত প্রকাশ্য কাজকর্ম স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি। শুধু তা-ই নয়, বিশেষ প্রয়োজনে সর্বোচ্চ ২০ জন কার্যকর্তাকে নিয়ে বৈঠক করা যাবে। মঙ্গলবার শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন দলের মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, আজকের বৈঠকে সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

নবেন্দু বলেন, দেরিতে হলেও করোনা অতিমারির প্রভাব ত্রিপুরায়ও পড়েছে। তাই আজ বিজেপির প্রদেশ শীর্ষ নেতৃত্ব সামগ্রিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতে স্থির হয়েছে, পরবর্তী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ্য কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। বিশেষ প্রয়োজনে কার্যকর্তা বৈঠক হবে। তবে, সর্বোচ্চ ২০ জন ওই বৈঠকে অংশ নিতে পারবেন। তাঁর দাবি, আজকের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত জেলাস্তরে জানানো হবে। সে অনুযায়ী কর্মকর্তারা কাজ করবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৭২ ◘ ১৫ জুলাই ২০২০ ইং ◘ ৩০ আষাঢ় ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে হুংকার

জানালা দরজা বন্ধ করিয়া ভুল প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিলে সত্য যে প্রবেশের পথ পাইবেনা এই কথাটি রাজনীতির কারবারীদের মনে করাইয়া দেওয়া ভালো। ভারতীয় রাজনীতি ও পররাষ্ট্র নীতি দিনে দিনে স্বাধীনতায় পর্যবসিত হইতেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শহীদ সম্পর্ককে দেশের ভিতরে স্বদেশ মূলক সংকীর্ণ উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা চলিতেছে।উত্তেজনা বস্তুটি এমন এমনই ,,যার জন্য নিত্য নিয়মিত তুষের আগুন জ্বালাইয়া রাখা প্রয়োজন। নতুবা তাহা ঝিমাইয়া পড়িবে।জাতীয় স্তরে উত্তেজনা ঝিমাইয়া পরিলে সাধারন মানুষ সরকারের নিকট হইতে কি পাইলো আর কি পাইলো না তার হিসাব কষতে শুরু করিবে। বয়কট শব্দটি চিরকালই উত্তেজনা প্রদায়ী।একথা অনস্বীকার্য যে, অপরের নির্মিত বস্তু সামগ্রী গ্রহণ না করিবার মধ্যে মহা আত্মতৃপ্তি জাগিয়া উঠে। মাদক সেবনের তৃপ্তির মত ধাপে ধাপে সেই তৃপ্তিকে বাড়ানো যায়। প্রথমে বিলিতি বর্জন ,তাহার পরে বিলিতি দ্রব্যে অগ্নিসংযোগ, যাহারা ব্যবহার করিতেছে তাহাদের নিকট হইতে দ্রব্যাদি ছিনাইয়া লইয়া তাহাদের ওপর বল প্রয়োগ করা ইত্যাদি বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে হুংকার জানাইবার অন্যতম পন্থা হিসেবে বিবেচিত হইয়া থাকে। দলবদ্ধভাবে এই কাজ করিলে নিজেদের বেশ স্বদেশ সেবক বলিয়াও বোধ হয়।এই ক্ষেত্রে স্বদেশের নামাবলী গায়ে থাকে বলিয়া কেহ গুন্ডামি বলিবে না ,বরং গুন্ডামি দেখাইয়াও ভক্তি-শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দস্তুর মত এইসব বিষয় উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশি দ্রব্য বর্জনের বিষয়ে বলিতে গিয়া তাহার বিপত্তি দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।তিনি বলিয়াছিলেন ন্যাশনাল এডুকেশন এর নামে যদি পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বর্জন করা হয় তাহা হইলে তো পিছন দিকে অগ্রসর হইবার পথ প্রস্তুত হইবে। তাই তাহার বিশ্বভারতী স্বদেশকে যেখানে গ্রহণ করিবার সেখানে গ্রহণ করিয়াছিল। বিদেশকে কুলার বাতাস দিয়া দূর করে দেয় নাই।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই ধরনের মানসিকতার জন্য সেই সময়ে বিস্তর মানুষ তাহার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। আশচর্যের বিষয় হইল সেই ট্রাডিশন আজও চলিতেছে।এখনো স্বদেশের নামে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বদলে সহসা তেজস জ্যোতিষ আর ভেষজ ঔষধকেই যথার্থ ভারতীয় বলিয়া গর্ব করা হইতেছে। আমাদের দেশে এখন বিলিতি বয়কট ও বিলিতি পোড়ানোর উৎসব চলিতেছে। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে এই ধরনের উৎসব চালাইলে দেশের উৎপাদিত সামগ্রী দিয়ে দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হইবে কি। এই কথা অস্বীকার করা যাইবে না যে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করলে দেশীয় দ্রব্যের মূল্য অনেকাংশেই বৃদ্ধি পাইবে। দেশীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে হয়তো

ধনাঢ্য ব্যক্তিদের তেমন কোনো অসুবিধা হইবে না।কিন্তু গরিব মানুষ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইবেন। কেননা বিদেশি দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করিলে দেশে চাহিদামত বিভিন্ন সামগ্রির যোগান মিলবে না। সেই সুযোগকে কাজে লাগাইয়া একাংশের কালোবাজারি এবং মুনাফা ধারী ব্যবসায়ী মানুষের পকেট কাটিয়া রোজগার করিতে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিবেন।নিজের দেশে বিভিন্ন সামগ্রীর চাহিদা মত উৎপাদন করিবার প্রয়াস গ্রহণ না করিয়া বিদেশি দ্রব্য পুরোপুরি বর্জন করি বর সিদ্ধান্ত যুক্তি গ্রাহ্য হইতে পারেনা।এই কথা স্বীকার করিতে হইবে যে শুধুমাত্র বিদেশি বর্জন করলেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা হইবে না। শুধুমাত্র বিদেশি দ্রব্য বর্জন করলেই দেশের অর্থনীতি বাচিবে না।

সবচাইতে বড় কথা হইলো দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য দেশের সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক সীমান্ত নিয়া বিরোধ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটাইতে পারে, কিন্তু পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়নের কোন পথ বাহির করিয়া নিতে পারে না। এসব বিষয় মাথায় রাখিয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্র গুলিকে উন্নয়নের মুখপানে তাকাইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ব্যতীত কোন দেশে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছাইতে পারিবে না। এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করিয়াইউন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এটাই হবে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যতম সোপান।

শচিনের হাতে কিছু নেই, বিজেপি সমস্ত কিছু চালাচ্ছে : অশোক গেহলট

জয়পুর, ১৪ জুলাই (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র ষড়যন্ত্র ও ঘোড়া কেনাবেচার অভিযোগ আনলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, শচিন পাইলটের হাতে কিছু নেই, বিজেপিই সমস্ত কিছু চালাচ্ছে। মঙ্গলবার রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ হারিয়েছেন শচিন পাইলট, এমনকি রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদও হারিয়েছেন তিনি।

মঙ্গলবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রর সঙ্গে দেখা করেন অশোক গেহলট। রাজ্যপালের কাছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে শচিন পাইলটকে সরানোর প্রস্তাব রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন রাজ্যপাল। রাজভবনে থেকে বেরোনোর পর বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে অশোক গেহলট বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই ষড়যন্ত্র ও ঘোড়া কেনাবেচার চেষ্টা করছে বিজেপি, তাই হাই কমান্ড বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা জানি এটা বিরাট বড় ষড়যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শচিন পাইলটের হাতে কিছুই নেই...বিজেপি সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে। বিজেপি রিসর্টের ব্যবস্থা করেছে এবং তাঁরাই সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে। মধ্যপ্রদেশে যে দল কাজ করেছিল, এখানেও তাঁরাই কাজ করছে।

স্বাস্থ্য ভবন অভিযান এসএফআইয়ের, আটকাল পুলিশ

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি স): কিছুদিন আগেই হাসপাতাল হয়রানিতে ইছাপুরের বাসিন্দা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। ইছাপুরের তরুণের মৃত্যু প্রতিবাদে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের ডাক দেয় বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। কিন্তু মিছিল এগোতেই সল্টলেকে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ।

এসএফআইয়ের স্বাস্থ্য ভবন অভিযান শুরু হতেই আটকায় পুলিশ।পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে মিছিলকারীরা। মিছিল আটকানোয় স্বাস্থ্য ভবনের ২০০ মিটার দূরেই অবস্থান বিক্ষোভ দেখায় বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।মায়ুখ বিশ্বাস, শ্রীজন ভট্টাচার্য, প্রতীকুর রহমান, রানা রায়, শুভজিৎ সরকার, সুনেত্র সমাজপতি, তনুশ্রী মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এরপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, ”এই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাকে লাটে তুলে দিয়েছেন। তাঁর পদত্যাগ করার দাবি নিয়ে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবেই স্মারকলিপি দিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পুলিশ আটকে দিল। রাজ্যে এমন একটা সরকার চলছে যারা ১৮ বছরের তরুণদের মৃত্যু আটকাতে পারছে না, অব্যবস্থা আটকাতে পারছে না এমনকি এই সংকটের সময়ে চুরিও আটকাতে পারছে না, তারা মিছিল আটকাতে পুলিশ নামিয়ে দিচ্ছে”। প্রসঙ্গত,উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুরের বাসিন্দা শুভ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের গত বৃহস্পতিবার রাতে আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রথমে তাকে কামারহাটির ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেই সময় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যন্ত বেশি ছিল। তাই তাঁর সেখানে চিকিৎসা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপর বেলঘরিয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে যান তাঁরা। তবে সেখানেও চিকিৎসার জন্য দীর্ঘক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। পুলিশের সহযোগিতায় নার্সিংহোমে ওই ছাত্রের করোনা পরীক্ষা করানো হয়। রিপোর্টে করোনার প্রমাণ মেলায় তাঁকে বেসরকারি হাসপাতাল ভরতি নিতে অস্বীকার করে। এরপর তাঁরা আবারও কামারহাটি ইএসআই হাসপাতালে যান। সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে যেতে বলা হয় তাঁদের। সেখানেও যান। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের জানিয়ে দেয় বেড নেই।

বামেদের তৈরি দুর্নীতির পথেই এখন হাঁটছে তৃণমূল

নারায়ণ দাস

শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এখন সময়টা খুব কঠিন। দলকে যুথবদ্ধ ও শৃঙ্খলার মধ্যে আটকে তাকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে একটি বড় লড়াইয়ের সম্মুখীন হতে হবে। এই অবস্থায় শাসক দলকে আবারমারণ করোনা ভাইরাসের মোকাবিলাও করতে হবে। রাজ্য প্রশাসন সেই শুরু থেকেই করোনার ছোবল থেকে রাজ্যবাসীকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। সংক্রমণ কমাতে লকডাউন সহ যথাসাধ্য চেষ্টাও করা হচ্ছে। প্রথম দিকে বিধিব্যবস্থা করে দিলেও, এখন করোনা সংকট তীব্র। প্রতিদিনই আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যাও। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মনোবলের ওপর ভর করে শুরুতে বলেছিলেন করোনার আক্রমণ রোধে তিনি লড়ে যাবেন। লড়েও ছিলেন এবং এখনও লড়ছেন। কিন্তু করোনা আক্রমণ দিন দিন বাড়তে তার সেই অদম্য মনোবলে চিড় ধরতে এবং বলতে বাধ্য হয়েছেন, করোনার থাবা থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। তিনি চেষ্টার কসুর করছেন না---প্রথম দিকে রাস্তায় নেমে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মানুষকে উৎসাহিত করেছিলেন। হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথাও বলেছেন।

তারপর রাশ অনেকটাই আলগা করে দিলেন। সাধারণ মানুষকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনার জন্য, সংক্রমণের ভয়াবহতা উপেক্ষা করে অফিস, আদালত, দোকানপাট, ব্যবসাবাণিজ্য, শপিং মল, সেলুন, পার্লার, মসজিদ, ও গুরুদ্বার খোলার সম্মতি দিলেন। কিন্তু যে সব অঞ্চলে সংক্রমণের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল, সেখানেও বিধিনিষেধ উধাও হল, দূরত্ব বিধি প্রায় মুছে গেল, পুলিশের তৎপরতা শিথিল হল। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, কেমন যেন অকটা গাছাড়া ভাব, অবস্থাকে আরও জটিলকরে তুলল। এখানেই প্রশাসন বুল করে বসল। ফল হল মারাত্মক। প্রতিদিন কলকাতা সহ হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা সহ আরও কয়েকটি জেলায় করোনার থাবা ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়ে গেল। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর হিমশিম খেল—চিকিৎসকরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন, চিকিৎসা কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, ফলে সুস্থতার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেল, যা প্রশাসন, সাধারণ মানুষের কাছ স্বস্তিদায়ক। কিন্তু সংক্রমণ তো ঠেকাতে হবে। সুসধ হয়ে অনেক মানুষ ঘর ছাড়লেন, কিন্তু আক্রান্তের হার বেড়েই চলল—তা তো ঠিক নয়।

তাই আগের কমপ্লিট লকডাউন। না সব জায়গায় নয়। যেখানে প্রতিদিন সংক্রমণের হার বাড়তে থাকলেও, আলগা হয়ে গিয়েছিল প্রশাসনের কড়কিড়ি, সেখানেই আবার এক সপ্তাহের জন্য কঠোরভাবে লকডাউন-বিধি প্রয়োগের নির্দেশ। এর প্রয়োজন হত না,যদি সংক্রমণ বদ্ধির এলাকাগুলিতে নিয়ন্ত্রণ কড়াকড়ি বজায় থাকত, পুলিশি তৎপরতায় ঢিলে না পড়ত। বিরোধীরা সরকারের করোনা দমনের ব্যর্থতাকে লুফে নিলেন। বলতে শুরু করলেন, করোনার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে তৃণমূল সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ তো বটেই, বরং এ ব্যাপারে ভুল পথে হাঁটছে। কোনও পরিকল্পনা না নিয়েই সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে, যা কার্যকরী হতে পারে না। বর্তমানে কলকাতা সহ সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির বিভিন্ন কনটেনমেন্ট এলাকায় লকডাউনের যে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে, তা কী কাজ দেয়, তা জানা যাবে কয়েকদিন পরই। এই সব অঞ্চলে সংক্রমণ যদি কিছুটা কমেও অন্যান্য কনটেনমেন্ট জোনগুলির বাইরের এলাকায় তা বাড়তে পারে। অনেকের মতে, উচিত ছিল পুরো কলকাতা সহ হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এক সপ্তাহের জন্য লকডাউনের কড়াকড়ি আরোপ করা।

করোনার আক্রমণ ঠেকাতে রাজ্য সরকার যখন দিশেহারা, সেই সঙ্গে বিরোধীদের সমালোচনা তুঙ্গে, তখন ঘটল আম্ফানের মতো বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। উপকূলবর্তী কয়েকটি জেলায় বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপর বিরাট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। হাজার হাজার মানুষের ঘরবাড়ি ধ্বংস্তূপে পরিণত হল, ক্ষেতের ফসল নষ্ট হল—মানুষের বিড়ম্বনা, দুর্ভোগের শেষ রইল না। একদিকে করোনার আক্রমণে মানুষ তটস্থ, বাঁচারউপায় খুঁজছে, তখন আবার তাদের আম্ফানের তাণ্ডবের মধ্যে পড়তে হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মিলে আকাশ যানে দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করলেন। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ কাজের জন্য মাত্র এক হাজার কোটি টাকা ঘোষণা করলেন, ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় তা অতি সামান্য।

দুর্গত এলাকায় শুরু হল ত্রাণের কাজ। রাজ্য সরকার আম্ফানের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য বিনামূল্যে রেশন থেকে চাল, গম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দর্ঘদিন ধরে সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করল। কেন্দ্রী সরকারও ত্রাণ কাজে এগিয়ে এল, এল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল এবং রামকৃষ্ণ মিশন এবং ভাতর সেবাশ্রমের মতো মানবহিতার কাজে সর্বদা অগ্রণী সংস্থাগুলি। সরকার ক্ষতিপূরণের অর্থও ঘোষণা করল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শুরু হল ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি, দলবাজি, যা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর এ রাজ্যে নতুন কিছু নয়। বিরোধীরা বিশেষ করে ভারতীয় জনটা পার্টি, সিপিএম এবং কংগ্রেস ত্রাণ নিয়ে নানা দুর্নীতি এবং বৈষম্যের অবিযোগ রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগাতে শুরু করল। তাদের বড় অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্ত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত নয় এমন তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে ত্রাণ-দ্রব্যাদি বিলিকরা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণের টাকাও শাসক দলের সমর্থকরা আত্মসাৎ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাজে অভিযোগগুলি নিয়মিত পৌঁছেছে। দলীয় দুর্নীতির অভিযোগ পেয়ে তিনি বিব্রত—হুঁশিয়ারি দিলেন ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ তিনি বরদাস্ত করবেন না। দলমত নির্বিশেষে যারা দুর্নাতিতে অভিযুক্ত,তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলেন জেলার দলীয় শীর্ষ নেতাদের এবং স্থানীয় প্রশাসনকে। জলীয় নেতা কর্মীরা যাঁরা টাকা খেয়েছেন, ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়ের দেওয়ার নামে, তাঁদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সহ টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু যাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ, সুযোগ পেলেই মধু আবরণের লোভ সামলাতে পারেন না, তাঁদেরকি অত সহজে বাগে আনা যায় স্বার্থ, অসহায় মানুষের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়েও, তারা ওই মধু আহরণ করবেন? তবুও শাসক দলের শীর্ষ নেতৃত্ব চেষ্টা করছেন এই কলঙ্ক থেকে দলকে যতটা সম্ভব যুক্ত রাখা যায়। কিন্তু স্থানীয় নেতা কর্মীদের দল থেকে ইতিমধ্যে বহিষ্কার করা হয়েছে যথাযথ তদন্তের পর। কারণ কলকাতা পুরসভা সহ রাজ্যের পুরসভাগুলির নির্বাচন এবং বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের গা থেকে দুর্নীতির কালি যতটা মুছে ফেলা যায়, তার চেষ্টা তো দলীয় নেতৃত্বের করতেই হবে। যদিও করোনা সংক্রমণ, রুখতে না পারলে এই নির্বাচন আদৌ সম্ভব নয়। কিন্তু দলকে তো তৈরি থাকতে হবে।

এদিকে ত্রাণ ও ক্ষতিপূরণের টাকাকে কেন্দ্র করে শাসক দলে যখন অভিযোগের বন্যা বইছে---তখন মওকা বুঝে বিজেপি যুক্তভাবে সিপিএম এবং কংগ্রেস নেতা সমর্থকতা শহরের রাস্তায় নেমে পড়লেন। নিজ নিজ দলের ঝাণ্ডা উড়িয়ে, এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানাতে। বাম প্রতিবাদীদের অগ্রভাবে মুখে মাস্ক পরে, কিন্তু দূরত্ব বিধি পালন করে, হাঁটলেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান, আশিতে পৌঁছনো বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, বিদায়ক সুজন চক্রবর্তী এবং আবদুল মান্নানরা। তাঁদের সকলের হাতে দলীয় ঝাণ্ডা, মুখায়ব ভেদ করে দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চেস্বরে স্লোগান শহরবাসীকে শুধু অবাকই করল না, এই কঠিন সময়ে এখন করোনা নামক ভাইরাসটির আক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এখন রাজনৈতিক মিছিল আশা করা যায় না। কিন্তু পরিতাপ হয়,যাঁরা করোনা নিয়ে মানুষকে সচেতন হওয়ার নির্দেশ দেবেন, তাঁরাই অবশ্য পালনীয় দূরত্ব বিধি হেলায় উড়িয়ে দিয়ে, রাজনতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে এমন গর্হিত কাজ করে বসলেন। কলকাতার বুকে এই সংকটকালে এমন রাজনৈতিক মিছিল, প্রতিবাদ ভাবাই যায় না। অথচ ত্রাণ নিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর,অর্থ সাহায্য নিয়ে দুর্নীতি, স্বজনপোষণের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল বামফ্রন্ট সরকার, যে সরকার দীর্ঘ ৩৪ বছর শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা সহ, নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে। দুর্নীতির যে বৃক্ষ বামেরা পুঁতেছিলেন, তাই এখন মহীরূপে পরিণত হয়েছে। মাত্র কয়েক বছর শাসনের থেকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস সেই দুর্নীতি নামক মহীরূহের তলায় বসে এখন মধু আহরণে ব্যস্ত, সুতরাং বড় বিস্ময় লাগে, যখন এখনকার বাম নেতারা, অতীত ইতিহাসটা বেমালুম ভুলে গিয়ে শাসক তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপোষণেণ অভিযোগ তোলেন। তাঁরা ছাড়া এই অভিযোগ অন্য কেউ তুললে, তা মেনে নেওয়া যেত। বামেদের মুখে দুর্নীতির কথা শোভা পায় না। বামেরা শেষ পর্যায়ে এসে দুর্নীতিকে শুধু প্রশ্রয় দেননি, আকণ্ঠ ডুবেছিলেন।

সুতরাং আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, বামেদের দেখানো পথেই এখন তৃণমূল কংগ্রেসেও হাঁটছে। এই সুযোগ কি ছাড়া যায়? বামেদের পর্য্যুদস্ত করে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার আগে, এই দলের অনেক নেতাদেরই পাকা বাড়িঘর সহায় সম্পদ ছিল না---এখন তাঁরা বিত্তশালী, প্রাসাদোপম বাড়িষ গাড়ি, প্রভূত সম্পত্তির মালিক। তারাই তাঁদের নিজস্ব এলাকাজুড়ে, নিজেদের সুবিধে মতো আইনের শাসন চালান। আবার কারওর মুখের কথাই আইন, নড়চড় হওয়ার কোনও উপায় নেই। আর যে মানুষটি সিপিএমের শত অত্যাচার, পীড়ন, জুলুম রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে এই তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছিলেন, যার উদ্দেশ্য ছিল, সিপিএমের দীর্ঘ শাসনের এই রাজ্যে যাঁরা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত , অপনামিত, বঞ্চিত, সেখানে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন। আর দুই দশকও কাটল না, এরই মধ্যে তিনি দলের এক শ্রেণির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি সহ নানা অভিযোগ শুনে পীড়িত, মর্মাহত---সেই মানুষটি হলেন দলনেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শাসক কাজে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতা থাকতে পারে, কোনও কোনো সিদ্ধান্ত বুল হতে পারে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে আঙুল তোলার কারও সাহস নেই। তাঁর দল দুর্নীতির ঊর্ধ্বে উঠতে না পারলেও তিনি তার ঊর্ধ্বে।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দলকে ঘষে মেড়ে ঠিক করার উচ্ছে মনে পোষণ করলেও তিনি তা পারছেন না—দল বড় হওয়ার কারণে। এই ত্রাণ সামগ্রীর বিতরণ এবং ক্ষতিপূরণের টাকা নিয়ে তৃণমূল এখন গোষ্ঠী সংঘর্ষে জর্জরিত। আম্ফান বিধ্বস্ত জেলাগুলিতে অর্থের বাগ বাটোয়ারা নিয়ে তৃণমূল সমর্থকদের মধ্যে মারপিট গেলেই আছে। বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তৃণমূলের কর্মীরা। ফলে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে ---শাসক দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ মানুষ পছন্দ করে না। অথচ তৃণমূল নেতৃত্ব দলকে কিছু নেতা কর্মীরা অপকর্মের হাত থেকে মুক্ত করতে পারছে না। করোনার কারণে তৃণমূল সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পুরসভা এবং এক বছর দূরে বিধানসভা ভোট নিয়ে রাস্তায় এখনও না নামলেও, ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী নির্বাচনগুলিতে (যখন হবে) তৃণমূল কংগ্রেসকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। বিজেপি পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়ে নির্বাচনে নামবে। বামেরাও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নির্বাচনে লড়বেন। তবে সব দলেরই প্রস্তুতি মার খাচ্ছে, করোনা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে পড়ে।

সর্বশেষ খবর, রাজ্যের তরুণ মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির প্রশ্নে দলের রাঘব বোয়ালদের দিকেই আঙুল তুললেন। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, দলকে সত্যিই যদি দুর্নীতিমুক্ত করতে হয়, তাহলে রাঘব বোয়ালদেরও ধরতে হবে। শুধু চুনোপুঁটিদের ধরলে চলবে না। রাজীববাবু সেচমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর কাজের ভূয়সী প্রশাসনিক বৈঠকে মন্ত্রীদের কাজের মূল্যায়নে সব থেকে বেশি নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সাধন পাণ্ডের পর, রাজীববাবু দ্বিতীয় মন্ত্রী, যিনি দলের কাজে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তৃণমূল নেতৃত্বের এখন দেওয়ালের লিখন পড়ার সময় এসে গেছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> শাসক দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহ মানুষ পছন্দ করে না। অথচ তৃণমূল নেতৃত্ব দলকে কিছু নেতা কর্মীরা অপকর্মের হাত থেকে মুক্ত করতে পারছে না। করোনার কারণে তৃণমূল সহ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি পুরসভা এবং এক বছর দূরে বিধানসভা ভোট নিয়ে রাস্তায় এখনও না নামলেও, ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আগামী নির্বাচনগুলিতে (যখন হবে) তৃণমূল কংগ্রেসকে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। বিজেপি পুরোপুরি গুছিয়ে নিয়ে নির্বাচনে নামবে। বামেরাও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে নির্বাচনে লড়বেন। তবে সব দলেরই প্রস্তুতি মার খাচ্ছে, করোনা ভাইরাসের ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে পড়ে।

চিন-ভারত দ্বৈরথ

সরদার আমজাদ আলি

যে কোনও স্বাধীন দেশের স্থিতিশীলতা নির্ভর করে সে দেশের শান্তিশৃঙ্খলা এবং সার্বভৌম বাস্তব অবস্থার উপর।

সার্বভোমত্বের প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি প্রাথমিকতা পায়, সেটা হলো দেশের ভৌগোলিক সীমান, যার পরিচয়ে সারা বিশ্বে পরিচিতি হয় একটা দেশ। পৃথিবীর মানচিত্রে যে কোনও স্বাধীন দেশ ততক্ষণই স্বীকৃতি পেয়ে থাকে, যতক্ষণ সে দেশ তার নিজস্ব ভৌগোলিক সীমা সুরক্ষিত রাখে।

ইতিহাস এমন বহু নজির আছে একটা দেশের চতুর্সীমার অবলুপ্তির সাথে সাথে সে দেশের সার্বভৌম অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে। রাজ্য হিসেবে চর্তু সীমার পরচিয়ে পরিচিতি থাকলেও সার্বভৌমিত্বের অবলুপ্তি ঘটেছে সিকিমের। বাংলাদেশ তার পুরনো পরিচয়ে আর পরিচিত হয় না, যদিও তার সীমা পরিবর্তিত হয়নি।

সীমা সুরক্ষা একটা স্বাধীন দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য সব কর্মসূচির শীর্ষে থাকে, যা থাকাটা উচিত। সীমা সুরক্ষার ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে যাঁরা জীবনের বাজি নিয়ে নাম লেখান, তাঁদের জীবনের অর্ঘ্য দেশের জন্যই বরাদ্দ। তাঁদের জন্যই বলা হয় ”A soldier id destined to be a martyar for his country” । দেশের সার্বাভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্বে সীমান্তরক্ষী বাহিনী সামনের সারিতে থাকলেও দেশরক্ষার মূল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কোনও দেশই তাদের মান্যতা দেয়নি। সেখানে তাদের ভূমিকা হুকুম বরদানের মূল নেতৃত্ব দেশের রাজপুরুষরা। আবার এটাও ঠিক যে, রাষ্ট্রাধীন কোনও প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্তৃপক্ষের অনুকূলে এই সার্বিক নিয়ন্ত্রণের অংশীদারত্ব দেশের স্বাধীনতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক স্বার্থের পক্ষে সব সময় যে অনুকূল হয় না, সে রকম অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতাও বিভিন্ন সময়ে বহু দেশে দেখা গেছে।

সীমা সুরক্ষা এবং সার্বভৌমত্বের পরিসরে সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের দেশে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে চিনের অতিসক্রিয়তা এবং ভারত সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে যে বিতর্ক চলছে, সেই পটভূমিকে স্মরণে রেখে একথা বলা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত যে, প্রতিবেশী দেশের সীমা অতিক্রম করাটা আন্তর্জাতিক শিস্টাচার বিরোধী তো টেই। রাষ্ট্রসংঘের যে পবিত্র সনদে চিন ভারত একে অপরের সার্বভৌমত্বের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা এবং সম্মান দেখানোর এক দেশ অন্য দেশের সীমান অতিক্রম না করার অঙ্গীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করে চিন অবশ্যই আন্তর্জাতিক অপরাধ করেছে।

এই অনৈতিক আন্তর্জাতিক ব্যাভিচার এবং আইনবিরোধী আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সমগ্র দেশকে চিনের প্রতি বৈরী মনোভাবাপন্ন করে তুলতে বাধ্য করেছে। আজ এই মুহূর্তে সারা ভারত চিনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। এই বাস্তবতাকে যাঁরা বিতর্কের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান, সীমা সুরক্ষায় তাদের ভূমিকা অবশ্যই আলোচনার ন্যায্যতা দাবি রাখে। সে দাবির বিরোধীতার অর্থ হল সমগ্র ঘটনাবলী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতা আনাল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়—একথা বলটা খুব অন্যায় হবে বলে মনে করার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই।

সীমাঞ্চলের অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনও দেশই আপোষকামী মানসকিতার প্রশ্রয় দিতে আগ্রহী হয় না, এটা যেমন সত্য, তেমনই দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সামাধেনের প্রেচেষ্টা সর্বজনগ্রাহ্য আন্তর্জাতিক নীতি। বস্তুতপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের সনদের অনুচ্ছেদ ২ এবং ৩৪ (১)-এর মধ্যেই এই দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টার আনুষ্ঠানিক বর্ণনা লিখিত রয়েছে এবং চিন ভারত উভয় দেশই রাষ্ট্রসংঘের সনদে সজ্ঞান স্বাক্ষরকারী স্বাধীন দেশ।

এই প্রচেষ্টার কার্যকারিতা যেমন নির্ভর করে দুই দেশের রাজনৈতিক সদিচ্ছার ওপর তেমনই কোনও এক পক্ষের অনীহা সংশ্লিষ্ট দু'দেশের জন্যই এক অপ্রত্যাশিত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। এ অভিজ্ঞতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্ববাসী দেখেছে।

আজকের প্রেক্ষাপটে একথা অবশ্যই স্মর্তব্য যে, ১৯৫৪ সালেপ পঞ্চশীল নীতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী পদক্ষেপের নগ্ন প্রকাশ ঘটিয়ে ১৯৬২ সালে চিনের ভারত আক্রমণ দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রতি তার আস্থাহীনতার এবং চিনের দূরাভিসন্ধির প্রমাণ দিয়েছে। পাঁচটি আদর্শগত ভিত্তিতে পঞ্চলীল চুক্তিতে চিন ভারত অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল, ভারত তার কোনও একটির ক্ষেত্রেও কোনও ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল--- এ অভিযোগ আন্তর্জাতিক স্তরে কোনও ধনবাদী দেশ বা কোন্য সমাজবাদী দেশের পক্ষ থেকেও উত্থাপিত হয়নি। যদিও দেশের অভ্যন্তরে তদানীন্তন সরকারের চিন সংক্রান্ত বৈদেশিক নীতির পঙ্গুত্ব সম্পর্কে বিরোধীপক্ষ তথা সাধারণ মানুষের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সেই সমালোচনার সবটাই যে রাজনৈতিক বিদ্বেষপ্রসূত ছিল তাও বলা চলে না। বলা চলে না ই কারণে যে কটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক মানসিকতার সম্ভাব্য উপলব্ধি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রতি আগ্রহের ঐকান্তিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রসায়ন। তদানীন্তন সময়ে চিন ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাবাবেগ, নৈতিক নির্ভরতা এবং পারস্পরিক আস্থা তথা সেই সময়ের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার মূল্যায়ন চিনের কূটনৈতক অপকৌশলের আবহে অনুমান বাস্তবানুগ চিল না। বিরুদ্ধে সমালোচনার ভিত্তি ছিল সেখানেই। কিন্তু ১৯৬২ এবং ২০২০-র জাতকীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৪৫-এর সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপন ঘটে ভার্সাই চুক্তির ফলে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

কাটিগড়ায় আরও দুই করোনা আক্রান্ত, বাজার ও চৌরঙ্গি এলাকায় পাঁচদিনের লকডাউন

কাটিগড়া (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত কাটিগড়া বাজার ও চেরাগি বাজার এলাকায় লকডাউন ঘোষণা করেছে সার্কল প্রশাসন। কাটিগড়ায় এ যাবত ট্র্যাভেল হিস্ট্রি ছাড়া মোট ৪২ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। যাদের দু-জনকে মঙ্গলবার বেলা ৩টা নাগাদ কাটিগড়া থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শিলচর নেওয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে অনুপকুমার সরকার, যিনি ত্রিপুরার বাসিন্দা, কর্মসূত্রে কাটিগড়া বাজারের রত্না সুইটসের ম্যানেজার হিসেবে দীর্ঘদিন থেকে কর্মরত ছিলেন। তাঁর জ্বর হয়েছিল। পরে অনুপ কুমার সরকারের সোয়াব টেস্ট করার পর তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ ধরা পড়েছে। অপরজন হচ্ছেন কাটিগড়ার কাতিরাইল এলাকার বাসিন্দা শুভজিত দেব। তিনি পেশায় এক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। তাছাড়াও কাটিগড়ার চৌরঙ্গি বাজার এলাকায় বরোদা ব্যাংক এটিএমের পাশে নিজস্ব দোকান খুলে এক আইটি কনসালটেন্সি হিসেবে কাজ করতেন শুভজিত। সোমবার এই দুজনের কোভিড ১৯ পজিটিভ ধরা পড়ায় মঙ্গলবার তাঁদেকে শিলচর থেকে অ্যাম্বুলেন্স এসে নিয়ে যায়।

সামাজিক সংক্রমণের জেরে মেমো নম্বর কেসিএম ১০ / পিওএলএল / ২০২০/২৬৫, ১৩ জুলাইর নির্দেশে কাটিগড়ায় মঙ্গলবার থেকে পাঁচ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে কাটিগড়া সার্কল প্রশাসন। মঙ্গলবার বিকাল চারটা নাগাদ কাটিগড়া সার্কল অফিসের তরফে মাইক যোগে প্রচার করে লকডাউনের ঘোষণা করা হয়েছে। কাটিগড়া বাজার ও চেরাগি বাজার এলাকা পুরোপুরি বন্ধ রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে আগামী ১৮ জুলাই পর্যন্ত। তবে শুধুমাত্র ওষুধের দোকান ও জরুরিকালীন পরিষেবার গাড়ি ছাড় দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া গত সোমবার থেকে কাটিগড়ার চৌরঙ্গি বাজার এলাকা তিন দিনের জন্য বন্ধ পূর্বেই ঘোষণা করা হয়েছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

কাটিগড়ায় এখন পর্যন্ত ট্র্যাভেল হিস্ট্রি ছাড়া মোট ৪২ জন কোভিড ১৯ পজিটিভে মধ্যে কালাইন এফআরইউ-এর এক ডাক্তার সহ মোট ৫ জন, কাটিগড়া চৌরঙ্গিস্থিত এসএসবি ক্যাম্পে দফায় দফায় ৩৫ জন জওয়ান এবং সোমবার দুজন কোভিড ১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছেন। তাই কাটিগড়া সার্কলের প্রশাসনিক মেজিস্ট্রেট ডি গগৈ এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

অপরদিকে সামাজিক সংক্রমণ প্রতিরোধে স্থানীয় প্রশাসন সোমবার থেকে বন্ধের প্রথম দুদিন সর্বাত্মক সফল হয়েছে। খুলেনি কোনও দোকানপাট। বলা যায় করোনা আতঙ্কে স্বেচ্ছায় প্রশাসনিক নির্দেশ পালন করেছেন কাটিগড়ার চৌরঙ্গি ও কালাইনের ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ। যদিও যানবাহন চলাচল এই বন্ধের আওতার বাইরে থাকলেও যাত্রীবাহী কোনও গাড়িই বের হওয়ার দৃশ্য নজরে পড়েনি সোম ও মঙ্গলবার। গুমড়া ও বিহাড়া বাজার বা সংলগ্ন এলাকা বন্ধের বাইরে থাকায় এই বাজার এলাকায় জনসমাগম ছিল চোখে পড়ার মতো। মুখে ছিল না মাস্ক, না ছিল সামাজিক দূরত্ব। এতে সামাজিক সংক্রমণের আশঙ্কা অমূলক নয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, লকডাউনের মধ্যেই এখানকার বাজার ছিল প্রায় খোলা, প্রতি সাপ্তাহিক হাটবারে যেমন মেলা বসত বাজারগুলোয়। কালাইন, কাটিগড়ার মতো দিন কয়েকের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হলে হয়ত কিছুটা হলেও সংক্রমণ প্রতিরোধ হবে, নাগরিকরা করছেন ধারণা।

করোনার বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধ গড়ে তুলবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.): করোনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। মঙ্গলবার দুই দেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের মধ্যে বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী গ্রেগোরি আন্দ্রে হান্ট সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণমন্ত্রী হর্ষবর্ধন।

বৈঠকে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, উন্নত দেশগুলির মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য পরিষেবা অন্যতম সেরা। ভারতও দ্রুততার সঙ্গে সেই দিকে এগিয়ে চলেছে।আগামী ১০ বছরে ভারতের চিকিৎসা ক্ষেত্র বেড়ে দাঁড়াবে ২৭৫ বিলিয়ন ডলার।

দেশের মধ্যে চাহিদা বাড়ার পাশাপাশি চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা ও অনুসন্ধানের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হবে।ভারতে মেডিকেল ট্যুরিজমের সম্ভাবনা বিপুল। পাশাপাশি ভারতের পারম্পরিক চিকিৎসা যেমন আয়ুর্বেদ এবং যোগাভ্যাসের ফলে লাভবান হবে অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দারা। অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আস্থাশীল।

অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সাল টেলিমেডিসিন ১৯ মিলিয়ন মামলার সমস্যার সমাধান করেছে। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে নিয়ে দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং মানসিক রোগের চিকিৎসার উন্নতি সাধনে অস্ট্রেলিয়া যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছে তা গোটা বিশ্বের কাছে অনুকরণীয়। ভারত গোটা বিশ্বে ৬৬ শতাংশ জেনেরিক ড্রাগ সরবরাহ করে থাকে। জেনোম এবং স্টেম সেল প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন ঔষুধের আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখাতে পারে ভারত।

কাছাড়ে করোনায় আক্রান্ত নতুন ২৮ জন

শিলচর (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : কাছাড়ে দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনা পজিটিভের সংখ্যা। মঙ্গলবার প্রথমে জানা গিয়েছিল, নতুন করে ১৬ জনের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। যার মধ্যে বিকেলে প্রথম দফায় ১২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানানো হলেও রাত পর্যন্ত এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ২৮।

আজকের আক্রান্তদের মধ্যে নিজ ফুলকাড়ি প্রথম খণ্ড শিয়ালঠেকের সুভাষ রিকিয়াসন (২৭), হালতাওয়া চা বাগানের শিবা তাঁতি (২২), চেংদুরাই চা বাগানের গণেশ তাঁতি (২৬), হালতাওয়া চা বাগানের রবি তাসা (২৩), সোনাইর নগদিগ্রাম চতুর্থ খণ্ডের রূপম আহমেদ লস্কর (২৫)। এই ছয় জন কাছাড়ে এসেছিলেন মহারাষ্ট্র থেকে। তাদের ডন বসকো স্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রাখা হয়েছিল। ১১ জুলাই তাদের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়। বাকিদের মধ্যে ধলছড়া বিএসএফ ক্যাম্পের এডুইন গর্গ (৩২), তিনি ডিমাপুর থেকে এসেছিলেন এবং ডন বসকো স্কুলের কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে তাঁকে রাখা হয়েছিল। শিলচর কনকপুরের সুলতান আহমেদ লস্কর (২৫), তিনি হোম কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন এবং ১৩ জুলাই তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। হাতিখালের সামসুল আহমেদ লস্কর (২৭), নরসিংপুর ভাগাবাজারের বদরুল ইসলাম (৩৮)। এই দুজন বেঙ্গালুরে থেকে এসেছিলেন। ১১ জুলাই তাদেরও সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে। সামসুল হোম কোয়ারেন্টাইনে এবং বদরুল নেপট্রিপের কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। শিলচর ইটখলার সরোজ মণ্ডল (২৪), তিনি বেঙ্গালুরু থেকে বিমানে ফিরেছিলেন এবং এনআইটি-র কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। ১১ জুলাই তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছিল। শিলচর ইটখলার অবধেশ মিশ্র (৫২), তিনি বিহার থেকে ফিরেছেন এবং হোটেল গেইটওয়েতে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন তিনি। ১২ জুলাই তাঁর সোয়াব সংগ্রহ করা হয়।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের মিডিয়া বিশেষজ্ঞ সুমন চৌধুরী জানান, কাছাড় জেলায় দ্রুতহারে করোনা রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে উধারবন্দের ফরেইনার্স ট্রাইব্যুনাল বিল্ডিংকে কোভিড হাসপাতালে পরিণত করা হবে। এ ব্যাপারে কাছাড় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তথা জেলাশাসক কীর্তি জল্লি আজ সকালে সেই স্থান পরিদর্শন করেছেন। এখানে ১০০ জন রোগী রাখা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

অসমে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি, মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৪৪, পীড়িত প্রায় ২২ লক্ষ

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : একে করোনা-কাঁটা, তার ওপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সবমিলিয়ে অসমের পরিস্থিতি ভয়াবহ। চলতি বছরের তৃতীয় দফার বন্যায় গতকাল একদিনে পাঁচজনের অকাল মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে গোটা রাজ্যে বন্যার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৪ জনের। উজান থেকে শুরু করে মধ্য এবং নিম্ন অসমের ২৭টি জেলার ৮৬টি রাজস্বচক্র এলাকার ২,৭৬৭টি গ্রামের ২১,৬৩,০১০ জন বন্যায় প্রভাবিত হয়েছেন। প্রথম, দ্বিতীয়ের পর এবারের তৃতীয় দফার বন্যা কবলিত জেলাগুলির মোট ১,০৩,৮০৬.১৫ হেক্টর কৃষিজমি জলে প্লাবিত হয়েছে বলে সরকারি তথ্যে জানা গেছে।

এদিকে বন্যার জলে তলিয়ে গিয়ে গতকাল পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা লখিমপুর জেলার নাওবৈচার এক, বরপেটা জেলার বজালিগ্রামে এক, বঙাইগাঁও জেলার মানিকপুরের এক, কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত রঙিয়ার এক, গোলাঘাটের বোকাখাতে এক এবং শিবসাগরের একজন। এ নিয়ে বন্যা পাহাড় ধসের চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে মোট ৪৪ জনের। জলের তোড়ে চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছে একের পর এক সেতু, রাস্তা ইত্যাদি

আসাম রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (এএসডিএমএ) সূত্রে জানা গেছে, প্রলয়ঙ্করী বন্যার কবলে পড়েছে রাজ্যের ২৭টি জেলা। এগুলি ধেমাজি, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, চিরাং, শোণিতপুর, ওদালগুড়ি, দরং, বাকসা, নলবাড়ি, বরপেটা, চিরাং, বঙাইগাঁও, কোকরাঝাড়, ধুবড়ি, দক্ষিণ শালমারা-মানচাকর, গোয়ালপাড়া, কামরূপ (গ্রামীণ), কামরূপ মেট্রো, মরিগাঁও, নগাঁও, পশ্চিম কারবি আংলং, গোলাঘাট, যোরহাট, মাজুলি, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া এবং কারবি আংলং জেলা।

এএসডিএমএ সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ইতিমধ্যে বন্যা কবলিত জেলায় মোট ৪৮০টি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। ওই শিবিরগুলিতে ৬০,৬৯৬ জন বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছেন। এছাড়া ৮,২৮,৭৯৬টি জীবজন্তু প্রভাবিত হয়েছে। গত বন্যার ২০৯টি ছাড়া নতুন করে বসতবাড়ি ধ্বংস হয়েছে ৫০টি। এর মধ্যে ওদালগুড়ি জেলায় ৩টি সম্পূর্ণ এবং ৭৬টি বসতবাড়ি আংশিক ধ্বংস হয়েছে। এভাবে চিরাঙের ৩৫টি সম্পূর্ণ এবং বরপেটার ১২টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ৪২টি বসতবাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বন্যাকবলিত ধেমাজি, লখিমপুর, বিশ্বনাথ, দরং, বরপেটা, বঙাইগাঁও, চিরাং, গোয়ালপাড়া, কামরূপ গ্রামীণ গোলাঘাট এবং যোরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে ৯৮টি নৌকা নিয়ে ১৯,৫৪৮ জন এনডিআরএফ, এসডিআরএফ জওয়ান, এসএসবি স্থানীয় মানুষ এবং প্রশাসনের লোকজন ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে নিয়োজিত হয়েছেন।

হোজাইয়ে ডিমরু নদীর প্রবল স্রোতে নিখোঁজ বালক, উদ্ধারে এসডিআরএফ

হোজাই (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : মধ্য অসমের হোজাইয়ের ডিমরু নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে নিখোঁজ হয়ে গেছে ১৭ বছর বয়সি কিশোর। নাম বদরুল ইসলাম। বিগত কয়েকদিনের অতিবৃষ্টিতে কপিলি এবং ডিমরু, দুটি নদীরই জলস্তর বেড়েছে। ডিমরু নদীর পাড়ে বরপুখুরি গ্রামের বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র সম্বল নদীর ওপর বাঁশের তৈরি সাঁকো। জলের তোড়ে সেই সাঁকোটিও ভেসে গেছে। ফলে এক বুক জল পেরিয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে সেখান দিয়ে যাতায়াত করছেন অঞ্চলের লোকজন।

একইভাবে এক বুক জলের মধ্য দিয়ে নদী পার হতে গিয়ে জলের স্রোতে ভেসে যায় বদরুল। ঘটনার পর খবর দেওয়া হয় পুলিশ এবং এসডিআরএফ-এর দলকে। এসডিআরএফ-বাহিনীর জওয়ানরা এসে খোঁজাখুজি করছেন। এই খবর লেখা পর্যন্ত বদরুলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ফলে এলাকায় শোক ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ব লাদাকের পর চিনের নজর এখন ভারত মহাসাগরের দিকে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.): পূর্ব লাদাখের পর এবার চিনের নজর ভারত মহাসাগরের দিকে।স্থলপথ এরপর জলপথে পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে ভারতকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে ঘিরে ধরতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বেজিং। পূর্ব লাদাখের মূল নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে সৈন্য সমাবেশ প্রত্যাহার প্রক্রিয়া চলাকালীন সমুদ্র যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে উঠে পড়ে লেগেছে বেজিং।যা ভারতের কাছে মোটেও সুখবর।চিন্তার ভাঁজ বাড়ছে সাউথ ব্লকের কর্তাদের কপালে।

ভারত মহাসাগরে পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়ে চিন সন্দেহজনক গতিবিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। বিষয়টির ওপর নজর রাখছে ভারতীয় নৌবাহিনী।আকাশপথে এবং জলপথে চালানো হচ্ছে নজরদারি।এছাড়াও ভারত মহাসাগরের এই এলাকায় নজরদারি চালানোর জন্য কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত স্থির চিত্রের উপর ভরসা করা হচ্ছে।নৌবাহিনীর শক্তির দিক থেকে চিন এবং পাকিস্তান থেকে এগিয়ে রয়েছে ভারত।কিন্তু চিন ও পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ যেকোনো হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সর্বদা তৎপর এবং সজাগ রয়েছে নৌ-বাহিনী।

বিশেষজ্ঞদের মতে ভারত মহাসাগরে পাকিস্তানের হাত শক্ত করতে চাইছে চিন। বেজিংয়ের এই ইচ্ছাকে রোধ করতে গেলে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে হবে ভারতীয় নৌবাহিনীকে।পাকিস্তানের সমুদ্র শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য চিন বন্ধুরাষ্ট্র পাকিস্তানকে আটটি ডিজেল চালিত ডুবোজাহাজ, এয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রপুলসন, চারটি মাল্টিরোল ফ্রিগেট জাহাজ সহ নৌযুদ্ধের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের সামরিক চুক্তি দুই দেশের মধ্যে হয়েছিল।২০২১-২২ সালের মধ্যে এই অস্ত্র-গুলি পাকিস্তানের হাতে চলে আসবে।বর্তমানে পাকিস্তানের কাছে ৯ টি ফ্রিগেট, পাঁচটি ডুবোজাহাজ, ১০ মিসাইল বোট এবং তিনটি মাইন্স ওয়েভার রয়েছে। অন্যদিকে নৌশক্তির নিরিখে গোটা বিশ্বে পাঁচ নম্বর স্থানে রয়েছে ভারত।

বোকাখাতে বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র সুনীলের

বোকাখাত (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : বিগত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে অসমের অন্য ২৬ জেলার সঙ্গে গোলাঘাট জেলাও। জেলার বোকাখাত মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল এ মুহূর্তে সাগরে পরিণত হয়েছে। বোকাখাতেই মঙ্গলবার বন্যার জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্র সুনীল মিলির। সুনীল দেরগাঁওয়ের কল দুওরা কলেজের ছাত্র। এই ঘটনায় গোটা অঞ্চলে শোক বিরাজ করছে।

জানা গেছে, বোকাখাত মহকুমার দুঁসুতিমুখ পঞ্চায়েতের পাঠরি কাঞ্চাচাপরি গ্রামের বাসিন্দা দরিদ্র কৃষক হরকান্ত মিলি এবং পেটুলি মিলির সন্তান সুনীল মিলি। গত জুনের শেষ এবং জুলাইয়ের প্রথম দিকে সৃষ্ট বন্যার জল শুকোয়নি। এরই মধ্যে ফের এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলময়। বন্যার জলে ডুবে গেছে দুঁসুতিমুখ পঞ্চায়েতের পাঠরি কাঞ্চাচাপরি গ্রামের প্রায় সব বসতবাড়ি। ডুবেছে সুনীলদের ঘরবাড়িও। ফলে অন্যান্য পরিবারের সঙ্গে তারাও নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছিল।

বন্যার জল ক্রমশ বাড়ার ফলে এক বন্ধুর সঙ্গে নৌকায় করে সুনীল তাদের বন্যায় প্লাবিত নিজের ঘরের পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিল। প্রবল স্রোতে নৌকা থেকে পড়ে যায় সুনীল। জলের তোড়ে দিশেহারা সুনীল বহু চেষ্টা করেও নৌকায় উঠতে পারেনি। তার বন্ধু কোনও মতে নিজের প্রাণ রক্ষা করলেও সুনীল জলের স্রোতে ভেসে যায়। স্থানীয়রা অনেক খোঁজাখুঁজি করে সুনীলকে যখন উদ্ধার করেন ততক্ষণে তার প্রাণবায়ু উবে গেছে।ঘটনার পর জীপাল নামের শ্রমিক কৃষক সংঘ-এর সম্পাদক প্রবীণ পেগু এবং জেলা সমন্বয়ক মণিকঙ্কনা বরবরা মৃত সুনীল মিলির পরিবারের লোকজনের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমবেদনা জানান। তাঁরা সরকারের কাছে ১৬ দিনের মধ্যে সুনীলের পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলের অধীনে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন।

করোনা পরীক্ষা করাবেন না রেখা

মুম্বই, ১৪ জুলাই (হি. স.): করোনার জেরে জেরবার মুম্বই।ইতিমধ্যেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের মতন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা।সম্প্রতি বান্দ্রার বেন্ড স্ট্যান্ডের কাছে অবস্থিত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী রেখার বাসভবনের নিরাপত্তাকর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ মিলেছিল।

এরপর স্থানীয় পৌরসভার তরফ থেকে রেখার বাসভবনটিকে কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত করে সিল করে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে রেখার বাসভবনে এসে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী লালা রসের নমুনা সংগ্রহ করতে চায় পৌর কর্মীরা। কিন্তু কোনও করোনা পরীক্ষা করবেন না বলে রেখা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। ফলে স্থানীয় পৌরসভার পৌর কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে ফিরে আসে। পৌরসভার মুখ্য স্বাস্থ্য অফিসার সঞ্জয় ফাগে জানিয়েছেন, রেখার বাংলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক কর্মীর শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছিল।ওই অঞ্চলে থাকা আরও চারটি বাংলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা অন্যান্য কর্মীদের শরীরও মিলেছে করোনা। এরপরই পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা রেখার বাসভবনে গিয়ে বর্ষীয়ান অভিনেত্রী, তার ম্যানেজার ও কর্মীদের করোনা পরীক্ষা করাতে গিয়েছিল।কিন্তু বাংলোর প্রধান ফটক খুলতে অস্বীকার করে রেখা।রেখার ম্যানেজার জানিয়েছেন বাংলা ওর ভেতরে তার সমস্ত কর্মী এবং অভিনেত্রী নিজে সুস্থ রয়েছেন।রেখা এবং অন্যান্য কর্মীরা বাংলার বাইরে কখনো বেরোয়নি।ফলে বাংলোটি শোধন করার কোন প্রয়োজন নেই।ফলে পুরো কর্মীরা বাংলোর বাইরে শোধনের কাজ করে ফিরে আসে।

ডাম্পারের ধাক্কায় জখম স্কুল কর্মচারী মৃত্যুশয্যায়, থানায় এফআইআর

কাটিগড়া (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : ডাম্পারের ধাক্কায় গুরুতর আহত স্কুল কর্মচারী মৃত্যুশয্যায়। ঘটনার বর্ণনা করে মঙ্গলবার গুমড়া পিআইসিতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ঘটনা ১২ জুলাই, রবিবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ ঘটেছে। স্কুলের কর্তব্য সেরে এএস ১১ এন ২০০৮ নম্বরের বাইক নিয়ে কালাইন তারাপুরের বাড়ি ফিরছিলেন সঈদপুর জনতা হাইস্কুলের শিক্ষক মলয় কুমার দেব। জাতীয় সড়ক ধরে বাড়ির পাশে কড়চূড়া এলাকায় আসতেই ঘটে দুর্ঘটনাটি। স্থানীয় সাবিবর আহমেদ সাদিয়লের সার্ভিসিং সেন্টার থেকে দুরন্ত গতিতে এক ডাম্পার বেরিয়ে সজোরে ধাক্কা দেয় বাইক আরোহী শিক্ষক মলয় দেবকে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে কালাইন এফআরইউতে নিয়ে আসেন। কিন্তু তা বন্ধ থাকায় মলয়বাবুকে নিয়ে যাওয়া হয় কাটিগড়া মডেল হাসপাতালে।

বর্তমানে মলয় দেব তাঁর বাড়িতেই চিকিৎসাধীন। বুকে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে তাঁর শরীরে। ফলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছেন না তিনি। নিজে আহত থাকায় ঘটনার দুদিনের মাথায় মঙ্গলবার মামলা প্রদান করেন বলে জানান। দুর্ঘটনাকারী ডাম্পারটি তাঁকে রাস্তায় ফেলে কালাইনের দিকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান আহত মলয়কুমার দেব। মলয়বাবু ডাম্পারটিকে শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বুক, হাত ও পায়ে বেশি আঘাত পেয়েছেন বলে জানান।

করোনার দুটি প্রতিষেধক তৈরির কাজ দ্রুত গতিতে চলছে ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.): ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ আই সি এম আরের অধিকর্তা ডা: বলরাম ফারগব জানিয়েছেন,বিশ্বের ৬০ শতাংশ প্রতিষেধক ভারতে তৈরি হয়। করোনা নির্মূলের লক্ষ্যে বর্তমানে ভারতে দুটি প্রতিষেধকের ট্রায়াল দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই দুই প্রতিষেধকের মনুষ্য ট্রায়াল ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।দুটি প্রতিষেধকের জন্য ১০০০ / ১০০০ করে মানুষকে ভাগ করা হয়েছে। এর ফল দ্রুততার সঙ্গে প্রকাশ্যে আসবে।প্রতিষেধক তৈরি করার লক্ষ্যে একদিনও দেরি করা হবে না।জনগণের সুরক্ষা এবং প্রতিষেধকের গুণ বজায় রাখার জন্য পুনেতে প্রি ক্লিনিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট চালানো হচ্ছে। বিশ্বে যদি অন্য কোথাও প্রতিষেধক আবিষ্কারও হয় তবে টিকাকরণের নিরিখে ভারত অন্যান্য দেশ থেকে এগিয়ে থাকবে। কারণ বিশ্বের ৬০ শতাংশ প্রতিষেধকের নির্মাণ এখানে হয়ে থাকে। গোটা বিশ্বে করোনার প্রতিষেধক তৈরি করার জন্য দ্রুত গতিতে কাজ চলছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই রাশিয়া দাবি করেছে যে তারা প্রতিষেধকের ট্রাইল সমাপ্ত করেছে।চিনও কাজ করে চলেছে।করোনা সংক্রমণ চক্র ভাঙার জন্য প্রতিষেধক আবিষ্কার হওয়াটা একান্ত জরুরী।

বিশ্বের ষষ্ঠ ধনীতম ব্যক্তির নাম মুকেশ আম্বানি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.): রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুকেশ আম্বানি বর্তমানে বিশ্বের ষষ্ঠ ধনীতম ব্যক্তি। ব্লুমবার্গ বিলোনিয়ার ইন্ডেক্স প্রকাশিত রিপোর্টে এই পরিসংখ্যান মিলেছে। গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেইজকে সরিয়ে দিয়ে তিনি এই স্থানে পৌঁছে গিয়েছেন। ভারত এবং এশিয়া মহাদেশ ধনীতম ব্যক্তিত্ব হলেন মুকেশ আম্বানি। তার আগে কেউ নেই। এশিয়া মহাদেশে তিনি অদ্বিতীয় এবং অপ্রতিরোধ্য। বর্তমানে মুকেশ আম্বানির সম্পত্তির পরিমাণ ৭২.৪ বিলিয়ন ডলার।

সম্প্রতি রিলায়েন্স শেয়ারের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় লাভবান হয়েছেন মুকেশ আম্বানি। করোনা জেরে যখন বিভিন্ন ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে। কখন ক্রমশই সাফল্য পাচ্ছে মুকেশ আম্বানি।নিজের সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন তিনি।

নিজেকে কোয়ারান্টিনে নিলেন জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.): প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং স্বয়ং নিজেকে কোয়ারেন্টাইন করেছেন।জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবীন্দ্র রায়নার করোনায় আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়ার পরই নিজেকে কোয়ারেন্টাইন করেছেন জিতেন্দ্র সিং। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি নেতা রবীন্দ্র রায়নার সংস্পর্শে এসেছিলেন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে গোটা দেশে বিজেপির একাধিক নেতা-কর্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে সম্বিৎ পাত্র এবং লকেট চট্টোপাধ্যায় এর মতন নেতা-নেত্রীরা।

মঙ্গলবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে বিজেপি মুখপাত্র এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মিশেল ওবামার সঙ্গে মেগান মার্কেল

এ বছর গার্ল আপ লিডারশিপ সামিট অনুষ্ঠিত হবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। আর এখানে সাবেক মার্কিন ফার্স লেডি মিশেল ওবামার সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ছোট ও বড় পর্দার তারকা মার্কিন অভিনেত্রী মেগান মার্কেল। এ ছাড়া আছেন ভারতীয় তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। চলতি বছরের শুরুতেই প্রিন্স হ্যারি ও তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কেল আকস্মিক এক ঘোষণায় রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মা রাজকুমারী ডায়ানা ব্রিটিশ রাজপরিবারে যে ধরনের টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে হ্যারি সম্ভবত তার চেয়েও বড় সংকটের জন্ম দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিবিসি। তবু প্রিন্স চার্লসের দ্বিতীয় পুত্র হেনরি চার্লসকে ''প্রিন্স হ্যারি'' সম্বোধন বন্ধ হচ্ছে না। দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরও মার্কিন মিডিয়া সমানে মেগান মার্কলকে ডেকে যাচ্ছে ''ডাচেস অব সাসেক্স''। মার্কিন মিডিয়ায় একের পর এক সংবাদ হয়ে আসছেন মেগান মার্কেল। তারই সর্বশেষ সংযোজন সাবে ফার্স লেডি মিশেল ওবামা ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে বিশেষ বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হওয়া।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেগান একা নন, সামিটের ভিডিও কলে ৩৮ বছর বয়সী মেগানের সঙ্গী হবেন ''প্রিন্স হ্যারি''ও। অর্থাৎ তিনিও অংশ নেবেন এই সামিটে।১৩ থেকে ১৫ জুলাইয়ের ওই আয়োজনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও উপস্থিত হবেন বলে কথা রয়েছে। এই লিডারশিপের মূল লক্ষ্য নারী—পুরুষের বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

এক মাস পর সুশান্তকে নিয়ে বললেন রিয়া

বরাবর এক মাস! দেখতে দেখতে কেটে গেল একটা মাস সুশান্তের চলে যাওয়া। ঠিক এক মাস আগে, গত ১৪ জুন সুশান্তের বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে মেলে সুশান্তের ঝুলন্ত নিথর দেহ। তারপর থেকেই শিরোনামে থেকেছেন প্রয়াত অভিনেতা। সুশান্তের মৃত্যুর পর সবচেয়ে যে নাম বেশি এসেছে, তিনি বলিউড অভিনেত্রী বাঙালি নারী রিয়া চক্রবর্তী। নানাভাবে বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর নাম এসেছে। তবে তিনি ছিলেন নীরব। এক মাসে একবারও জনসমক্ষে মন্তব্য করেননি সুশান্তের ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী। আজ ১৪ জুলাই প্রথম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুশান্তকে নিয়ে মন্তব্য করলেন রিয়া।ইনস্টাগ্রামে সুশান্তের সঙ্গে নিজের একটি ছবি দিলেন রিয়া। লিখলেন আবেগঝরা অনেক কথা। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে রিয়া লিখলেন, 'এখনো নিজের সঙ্গে নিজেকে লড়াই করতে হচ্ছে, আবেগের মুখোমুখি হয়ে এখন লড়ছি। তুমি আমায় ভালোবাসতে শিখিয়েছিলে, বিশ্বাস করতে শিখিয়েছিলে। তুমি আমায় শিখিয়েছিলে, ভালোবাসার ক্ষমতা কত। তুমি বুঝিয়েছিলে, অঙ্কের এক একটা সমীকরণ কীভাবে আসলে জীবনে ফলে যায়। প্রতিদিন তোমার কাছে শিখতামজানি এখন অনেক শান্তিতে আছ। চাঁদ---তারারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পদার্থবিজ্ঞানীকে নিশ্চয় দুই হাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে নিয়েছে।তুমি এক বিস্ময়জাগানিয়া সুন্দরতম মানুষ ছিলে। এক জীবনে তোমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে শেষ করা যাবে না। তুমি মহৎ হৃদয় নিয়ে সবকিছুকে ভালোবাসতে। সুশি, তুমি শান্তিতে থাকো। তোমাকে ছাড়া ৩০ দিন, তবে ভালোবাসা চিরদিনের, সীমাহীন।'সুশান্তের বন্ধু মুকেশ ছাবরাও আজ একটি আবেগঘন মন্তব্য দিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে। তাঁর পরিচালিত ছবি 'দিল বেচারা'র মুখ্য চরিত্র সুশান্ত। মুক্তি পাচ্ছে মুকেশের ডেবিউ ছবি, কিন্তু পাশে নেই বন্ধু, সুশান্ত। সুশান্তসহ বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। তিনি লিখলেন, 'এক মাস পেরিয়ে গেল আজ, এখন আর তো কখনো তোর ফোনও আসবে না।' আগের দিন, অর্থাৎ গতকাল সোমবার 'দিল বেচারা'র সেটের কিছু ছবি পোস্ট করে কাস্টিং ডিরেক্টর লিখেছিলেন, 'আমি জানি তুই আমাকে দেখছিস।' জন গ্রিনের উপন্যাস 'ফল্ট ইন আওয়ার স্টারস' অবলম্বনে তৈরি সুশান্ত সিং রাজপুতের 'দিল বেচারা'। ২৪ জুলাই ডিজনি প্লাস হটস্টারে মুক্তি পাচ্ছে এ ছবি।এদিকে সুশান্তের মৃত্যুতে বলিউডের নানান অপ্রকাশিত তথ্য বেরিয়ে এসেছে। এক মাস ধরেই চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও চলছে সুশান্তের মৃত্যু নিয়ে নানামুখী গবেষণা। একে একে মুখ খুলছেন নেপোটিজমের শিকার অভিনয়শিল্পী ও পরিচালকেরা। সুশান্তের মৃত্যুর কারণ হিসেবে একতা কাপুর, সালমান খান, করণ জোহর, সঞ্জয় লীলা বানসালি, আদিত্য চোপড়া, সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা, ভূষণ কুমার, দীনেশ ভিজানের বিরুদ্ধে আইনজীবী সুধীরকুমার ওঝা মামলা করেছেন। ১৯৮৬ সালের ২১ জানুয়ারি জন্ম নেওয়া সুশান্ত পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট। তাঁর বড় চার বোন আছেন। ২০১৩ সালে 'কাই পো চে' দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেক ঘটে সুশান্তের।

আলিয়ার যে স্বপ্ন পূরণ হলো

ছোটবেলা থেকেই আলিয়া ভাটকে একটা স্বপ্ন তাড়া করত। বাবা মহেশ ভাটের পরিচালনায় কাজ করতে চেয়েছিলেন আলিয়া। এই বলিউড নায়িকা চেয়েছিলেন, তাঁর বাবা এমন একটা ছবি বানাবেন, যেখানে পরিবারের সবাই অভিনয় করার মতো। এবার 'সড়ক টু' ছবির মাধ্যমে আলিয়ার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। ডিজনি-হটস্টারে আসতে চলেছে মহেশ ভাট পরিচালিত ছবি 'সড়ক টু'। এই ছবিতে মহেশের দুই কন্যা আলিয়া ও পূজাকে একসঙ্গে দেখা যাবে। পূজা ভাট এর আগে বাবার পরিচালনায় একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। তবে আলিয়ার জন্য এই প্রথম।

সম্প্রতি এক ভাচ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে আলিয়া জানালেন তাঁর সেই তাড়িত করা স্বপ্নের কথা। বাবা মহেশ ভাটের পরিচালনায় কাজের প্রসঙ্গে আলিয়া বলেন, 'ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম, বাবা আর আমি এক ছবিতে কাজ করব। পাশাপাশি পরিবারের সবাই মিলে একটা ছবি করারও ইচ্ছা ছিল। ''সড়ক টু'' ছবির মাধ্যমে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো।' বাবা হিসেবে নয়, পরিচালক মহেশ ভাটের ছবির বড় ভক্ত আলিয়া। তাই বাবার ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত। মহেশ ভাটের ছবির প্রসঙ্গে আলিয়া বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমি বাবার ছবিকে ঘিরে খুব উৎসাহিত থাকতাম। ওনার ছবি মুক্তির অপেক্ষায় থাকতাম। ওনার কন্যা হিসেবে আমি সব সময় গর্ব বোধ করি। বাবার পরিচালিত গানের দৃশ্যে অভিনয় করার খুব ইচ্ছা ছিল। কারণ, বাবা খুব যত্নের সঙ্গে ছবিতে গানের ব্যবহার করেন। ''ভাট ক্যাম্পে''র ছবির গান সবাই খুব পছন্দ করে।'

কথায় কথায় উঠে আসে লকডাউনে আলিয়ার রোজনামচার কথা। এই লকডাউন তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। নিজেকে এর আগে এভাবে সময় দেওয়া হয়নি জানিয়ে আলিয়া বলেন, 'লকডাউনের কারণে আমি অনেকটা সময় পেয়েছি। বলা যায় অফুরন্ত অবসর পেয়েছি। আর এই অবসর আমি নানানভাবে উপভোগ করেছি। আমার মন যা চেয়েছে, আমি তা-ই করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমি প্রচুর ছবি এবং ওয়েব সিরিজ দেখেছি। শুটিংয়ের কারণে সিনেমা বা সিরিজ দেখার সময়ই পেতাম না। আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে টিভি বা ল্যাপটপে নানান ধরনের ছবি এবং ওয়েব সিরিজ দেখেছি।'এ ছাড়া লকডাউনে গিটার বাজানো শিখেছেন আলিয়া। মেডিটেশন আর যোগব্যায়ামও দারুণ উপভোগ করছেন। এমনকি মাঝেমধ্যে রান্নাও করছেন।

'সবই ছলনা আর প্রতারণার ফাঁদ'

২৩ বছর বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দুই হলিউড তারকার প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। আর তাঁদের বিচ্ছেদ সেসবকেও ছাড়িয়ে গেছে। ৫৭ বছর বয়সী জনি ডেপ আর ৩৪ বছর বয়সী অ্যাম্বার হার্ডের ভালোবাসা এখন কেবলই ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, মিথ্যা ইতিহাস। হ্যাঁ, অ্যাম্বারের ভালোবাসা মিথ্যা; তেমনই দাবি পর্দার 'জ্যাক স্প্যারো' কিংবা 'উইলি ওয়াঙ্কা' জনি ডেপের। পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি এমনটিই বলেছেন জনি। বলেছেন, সবই ভালোবাসার নামে ছলনা, সবই প্রতারণার ফাঁদ।ক্ষুব্ধ, দুঃখী, ভাঙা হৃদয় নিয়ে জনি ডেপ বলেন, '''দ্য রাম ডায়েরি'' সিনেমার সেটে আমাদের প্রথম দেখা। শুরু থেকে অ্যাম্বার আমার সঙ্গে ''অতিরিক্ত মিষ্টি'' ব্যবহার করেছে। আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি, এর আড়ালে কী বিষ রয়েছে। সবটাই ভালোবাসার নামে ছলনা, প্রতারণার নিখুঁত জাল। অ্যাম্বার শুরুতেই তার সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়ে নানা কথা বলল। আমাকে নিয়ে, আমার কাজ, পছন্দ, অপছন্দসবকিছুতেই ওর তুমুল আগ্রহ। শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, চিত্রকল্পআমার যা কিছু পছন্দ; আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলোই ওর পছন্দ। সম্পূর্ণ কার্বন কপি। আমি ওর পাতা প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম। কয়েক মাসের ভেতর ওর সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করলাম। বিয়ে করলাম। অথচ এসবই ছিল আমাকে মই বানিয়ে ওর হলিউডে ক্যারিয়ার গড়ার পরিকল্পনার অংশ। আর আমার কাছ থেকে অর্থ হাতানোর নিখুঁত কর্মযজ্ঞ, যেটাতে ও সফল।'এখানেই শেষ নয়। জনি ডেপ অ্যাম্বারকে 'স্বার্থপর', 'অনুভূতির দিক থেকে অসৎ', 'ভণ্ড' আর 'প্রতারক'ও বলেন। অন্যদিকে একাধিকবার অ্যাম্বার জানিয়েছেন, ১৫ মাসের সংসারে জনি ডেপ নাকি বহুবার মদ খেয়ে বউ পিটিয়েছেন। আবার অ্যাম্বারও যে জনি ডেপকে কষে চড় লাগিয়েছেন, এমন ফোনালাপও ফাঁস হয়েছে। মোটকথা, প্রেম নিয়ে জনি আর অ্যাম্বার যত না সংবাদ হয়ে এসেছেন, 'অপ্রেম' সেসবকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই।

কালো ব্রণ তাড়াতে

স্বত্বাধিকারী শারমিন কচি।

বর্ষার আর্দ্রতায় ত্বকের সমস্যা বেড়ে যায় বহুগুণ। ভেজা আবহাওয়ার কারণে ত্বকে ময়লা জমে সহজেই। এ থেকেই হতে পারে ব্ল্যাক হেডসের মতো সমস্যা। এটিকে ত্বকের ছোট সমস্যা মনে হলেও ব্ল্যাক হেডস ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে দেয়। দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করলে অনেক সময় স্থায়ীভাবেও দাগ হয়ে যেতে পারে।মুখে তৈলাক্ত ভাব ও ধুলাবালি জমে থাকার কারণে ত্বকে ব্ল্যাক হেডসের মতো সমস্যা দেখা দেয়। ব্ল্যাক হেডস একধরনের ব্রণ। এতে ত্বকে একধরনের কালো গুঁড়ি গুঁড়ি ছোপের মতো তৈরি হয়; যা সাধারণত নাক, কপাল ও গালের আশপাশেই বেশি দেখা যায়। এটিকে একধরনের খোলা ছিদ্রযুক্ত ব্রণও বলা যেতে পারে। যা তেল, ধুলো—বালি ও মৃতকোষ দিয়ে ভরা থাকে। ব্ল্যাক হেডসের কারণে মুখের লাবণ্য একেবারেই হারিয়ে যায় বলছিলেন বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি পারলারের

কোন ধরনের ত্বকে বেশি হয় ব্ল্যাক হেডস

সাধারণত তৈলাক্ত ত্বক ও শুষ্ক ত্বকে ব্ল্যাক হেডস হয় বেশি। তবে ত্বকের সব জায়গাতে দেখা যায় না। বিশেষ করে নাক ও নাকের চারপাশে গালের ওপরের অংশ এবং থুতনিতে বেশি ময়লা ও তেল আটকায় বলে বেশি ব্ল্যাক হেডস হয়। এগুলো দেখতে ছোট ছোট গোটার মতো আর এর মুখ হয় সাদা। চাপ দিলে ছোট ছোট সাদা অথবা কালো শাঁস বের হয়।

কত দিন পর পরিষ্কার করা উচিত

ব্ল্যাক হেডস খুব বেশি পরিমাণে হলে প্রথম দিকে সপ্তাহে তিন দিন। এরপর পরিমাণ কমে এলে সপ্তাহে এক দিনও পরিষ্কার করা যায়।

ত্বকের যা ক্ষতি হয়

এতে ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। ত্বক উজ্জ্বলতা ও লাবণ্য হারায়। এ ছাড়া ত্বক অমসৃণ করে তোলে ব্ল্যাক হেডস। ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করেও ব্ল্যাক হেডস দূর করা যেতে পারে।

যেসব উপাদানে দূর হবে ব্ল্যাক হেডস

লেবু

লেবুর ওপর চিনি বা লবণ দিয়ে ত্বকে ঘষে নিন। ১০-১২ মিনিট ঘষে নেওয়ার পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

দারুচিনি

দারুচিনি ত্বক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখতে বেশ ভালো কাজ করে। ১ চা-চামচ দারুচিনি গুঁড়ার সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে লাগাতে হবে এবং ২০ মিনিট পর ধুলে ব্ল্যাক হেডস অনেকটাই কমে যাবে।

অ্যালোভেরা

ব্ল্যাক হেডস বা ওয়াইট হেডস, ব্রণ বা মুখের অতিরিক্ত তেল দূর করার জন্য অ্যালোভেরা জেলের তুলনা হয় না। শুধু এই জেল মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। মুহূর্তেই ত্বক উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে।

নারকেল তেল

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ত্বকে নারকেল তেল ব্যবহার করে লাগিয়ে সকালে ধুয়ে ফেলুন। তবে তেলে ব্রণ তৈরি হলে ব্যবহার না করাই ভালো।

ভিনেগার

ভিনেগারে রয়েছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা ত্বকে থাকা ব্যাকটেরিয়া দূর করে। কিছুটা তুলায় ভিনেগার লাগিয়ে ত্বকে ব্যবহারের পর তা শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

আরও কিছু পরামর্শ

ব্ল্যাক হেডস পরিষ্কার করার পর টোনিং করতে হবে অবশ্যই। কারণ, টোনিং না করলে লোমকূপের ছিদ্র বড় হয়ে যাবে। বিশেষ কিছু মালিশের মাধ্যমে ব্ল্যাক ও হোয়াইট হেডস পরিষ্কার করা যায়। বিশেষ এই পদ্ধতিগুলো জেনেই মালিশ করতে হবে। এর ফলে ত্বকের অন্যান্য সমস্যাও দূর হবে। প্রতিদিন অন্তত দুবার মুখ পরিষ্কার করতে হবে। শরীর ও মুখ মোছার জন্য আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া ব্ল্যাক হেডসের সমস্যা কমাতে যতখানি সম্ভব তেলে ভাজা খাবার কম খেতে হবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় স্বচ্ছ ভারত অভিযান চলে। ছবি- নিজস্ব।

বিধায়ক হিসেবে কোনওদিন দল বা জনতার গদ্দারি করিনি সঙ্গে, দাবি দ.করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজের

করিমগঞ্জ (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আর মাত্র মাস দশেক বাকি। আসন্ন নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যখন দলীয় প্রার্থী চয়নে রণনীতি স্থির করছে, ঠিক সেই মুহূর্তে দক্ষিণ করিমগঞ্জে আজমল ব্রিগেডে দেখা দিয়েছে বিদ্রোহের আগুন। জেলায় দলের একমাত্র বিধায়ক আজিজ আহমদ খানের বিরুদ্ধে দলীয় অন্দরের চাপা ক্ষোভ ধীরে ধীরে উগলে বের হচ্ছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ করিমগঞ্জে প্রার্থী বদলের আওয়াজ রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে বদরউদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ-এর অন্দরমহলে। দলীয় কর্মী, সমর্থক মহলে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে। এটা আন্দাজ করতে পেরে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক আজিজ আহমদ খান দলীয় সুপ্রিমো বদরুদ্দিন আজমলের বন্দনায় সুর চড়া করেছেন। নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে দলীয় বিধায়ক আজিজ আহমদ খান সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন, আমি এআইইউডিএফ দলের একান্ত অনুগত। কখনও দলীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা কিংবা অমান্য করিনি। আমি সাধারণ একজন ব্যবসায়ী ছিলাম। দলীয় সুপ্রিমো মওলানা বদরউদ্দিন আজমলের দয়ায় ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের জনসাধারণের স্নেহ ভালোবাসা ও প্রচেষ্টায় আমি বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। তাই দল বা নির্বাচন ক্ষেত্রের জনতার সঙ্গে কখনও গদ্দারি করেননি, দাবি বিধায়কের।

বিধায়ক আজিজ আরও বলেন, আমি কোনও দিন দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কোনও কাজ করিনি। তিনি বলেন, একাংশ সংবাদপত্রে আমার বিরুদ্ধে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব খুশি নন, বিকল্প প্রার্থী খোঁজা হচ্ছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও নিছক গুজব মাত্র। কারণ বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার আমি কখনও দল কিংবা সুপ্রিমোর নির্দেশ অমান্য করিনি। আমার বিরুদ্ধে দল-বিরোধী কাজের কোনও অভিযোগও নেই। তাছাড়া আমার কার্যকালে আমি দক্ষিণ করিমগঞ্জে দালালরাজ, ক্যাডাররাজের অবসান ঘটিয়েছি। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের সঙ্গে কোনও ধরনের ভাওতাবাজি করিনি। আমার সাধ্যের ভিতরে যতটুকু আছে আপ্রাণ চেষ্টা করে সমাধান করার চেষ্টা করেছি। আজিজের দাবি, বিগত ১৫ বছরে দক্ষিণ করিমগঞ্জে যে জঙ্গলরাজ কায়েম হয়েছিল তা উৎখাত করতে সক্ষম হয়েছি। আমি কখনও সমাজ বিরোধীদের প্রশ্রয় দেইনি। কোনও অপরাধীকে ছেড়ে দিতে থানায় ফোনও করিনি। ভোটের নিরিখে নয়, যেখানে যা প্রয়োজন দল-মতের ঊর্ধে ওঠে সকলের জন্য কাজ করেছি। আর এজন্যই আমি দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও বদরউদ্দিন সাহেবের কাছে আজও বিশ্বাসভাজন। তাই আমার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিংবা সুপ্রিমো না-খুশ বলে যে সংবাদ চাউর হয়েছে তা মনগড়া ও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

নিজের সাফাই দিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে আজিজ আহমদ খান আরও বলেন, দলের একান্ত অনুগত ছিলাম এবং আজও আছি। তাছাড়া দলের সুপ্রিমো মওলানা বদরউদ্দিন আজমলের উপর পুরোপুরিভাবে আস্থাশীল। তিনি যে সিদ্ধান্ত নেবেন আমি মাথা পেতে মেনে নেব। বিধায়ক আজিজ খান আরও বলেন, রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ সবার থাকতে পারে। একই দলের একাধিক ব্যক্তি দলীয় মনোনয়ন পেতে দাবি জানাতে পারেন। বর্তমানে রাজ্য রাজনীতিতে, বিশেষ করে দক্ষিণ করিমগঞ্জে এআইইউডিএফ দলের অবস্থান খুবই মজবুত। তাই একাধিক ব্যক্তি আবেদন করতে পারেন। দলীয় নেতৃত্ব গণভিত্তি যাচাই করে মনোনয়ন প্রদান করবেন। আর এটাই গণতান্ত্রিক দেশের নিয়ম।

বিধায়ক আরও বলেন, বিধায়করা যে দল থেকে নির্বাচিত হোন না-কেন, নিজের এলাকার উন্নয়নে শাসক দলের নেতা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। যার যত ভালো সম্পর্ক, তিনি তত বেশি উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেন এবং নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে আসতে পারেন। তার অর্থ এই নয় যে ওই বিধায়ক নিজের দল বদল করে নিয়েছেন। আসলে দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে এআইইউডিএফ দলের অবস্থান খুবই মজবুত দেখে বিরোধীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করে দলীয় কর্মী সমর্থকদের সজাগ ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিধায়ক আজিজ আহমদ খান।

সরকারি বাংলো প্রসঙ্গে তরজা অব্যহত কেন্দ্র ও প্রিয়াঙ্কার মধ্যে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি. স.): প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার সরকারি বাংলো ব্যবহার করা নিয়ে বিতর্ক ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করেছে।সরকারি বাংলো খালি করে দেওয়ার অতিরিক্ত সময় দাবি নিয়ে যে খবর রটেছে সেটিকে ভিত্তিহীন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা।

প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন সরকারি নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পয়লা আগস্ট পর্যন্ত বাংলো খালি হয়ে যাবে। প্রিয়াঙ্কার এই দাবির পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি জানিয়েছেন, প্রিয়াঙ্কার পক্ষে এক বর্ষীয়ান নেতার ফোন এসেছিল। যে খবর রটেছে, তা কোনওভাবেই বিভ্রান্তিকর নয়।

সম্প্রতি একটি সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে যে সরকারি বাংলোতে আরও কয়েকদিন থাকার জন্য দাবি জানিয়েছে প্রিয়াঙ্কা। রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য তৈরি। যদিও এমন দাবিকে প্রিয়াঙ্কা ভিত্তিহীন হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন সরকারের কাছে তার তরফে এমন কোনও দাবি জানানো হয়নি। এর পাল্টা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হারদীপ সিংহ পুরি জানিয়েছেন যে তার কাছে অনুরোধ এসেছে যে বাংলোটিকে কোন কংগ্রেস সাংসদের নামে বরাদ্দ করা হোক। যাতে করে ওই বাড়িতে আগামীদিনে থাকতে পারেন প্রিয়াঙ্কা।কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের কাছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আর্জি যে সব বিষয় নিয়ে অযথা উত্তেজনা সৃষ্টি করা ঠিক নয়।

কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সিং সূর্যেওয়ালা জানিয়েছেন, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জনগণের জন্য লড়ে। উনাকে করুনা দেখানোর দরকার নেই। ফলে বিষয়টি অপব্যাখ্যা করবেন না।

উল্লেখ করা যেতে পারে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর থেকে এসপিজি সুরক্ষা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।এখন তার নামে কোন সরকারি বাসভবনে বরাদ্দ করা হবে না। ফলে আগামী পয়লা অগাস্ট এর মধ্যে নিজের বাসভবনে খালি করে দিতে হবে প্রিয়াঙ্কার।

কড়া শাস্তি ! রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরানো হল শচিনকে

নয়াদিল্লি ও জয়পুর, ১৪ জুলাই (হি.স.): অশোক গেহলটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করায় কড়া শাস্তির মুখে পড়লেন শচিন পাইলট। রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে শচিন পাইলটকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শচিন পাইলটকে। শচিন পাইলটের পরিবর্তে রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গোবিন্দ সিং দোতাসরাকে। মঙ্গলবার একথা জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা। শচিন ঘনিষ্ঠ আরও দুই মন্ত্রীকেও সরানো হল রাজস্থান সরকার থেকে। এই দু''জন হলেন-ভিশভেন্দর সিং এবং রমেশ মীনা।

মঙ্গলবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্রর সঙ্গে দেখা করেন অশোক গেহলট। রাজ্যপালের কাছে উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে শচিন পাইলটকে সরানোর প্রস্তাব রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন রাজ্যপাল। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রণদীপ সুরেজওয়ালা জানিয়েছেন, রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে শচিন পাইলটকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পদ থেকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে শচিন পাইলটকে। শচিন পাইলটের পরিবর্তে রাজস্থান প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি করা হয়েছে গোবিন্দ সিং দোতাসরাকে। অশোক গেহলট মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ভিশভেন্দর সিং এবং রমেশ মীনা।

শুধুমাত্র কড়া শাস্তিই নয়, জয়পুরে কংগ্রেস সদর দফতর থেকে শচিন পাইলটের নামের ফলকও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাল্টা নিজের টুইটার একাউন্টে নিজের বায়ো পরিবর্তন করেছেন শচিন পাইলট। টুইটারে ক্ষোভপ্রকাশ শচিন পাইলটের রাজস্থানের উপ-মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরই টুইটারে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন শচিন পাইলট। লিখেছেন, সত্যকে বিরক্ত করা যায়, কিন্তু পরাজিত করা যায় না।

বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ গেহলটের

দীর্ঘদিন ধরেই ষড়যন্ত্র ও ঘোড়া কেনাবেচার চেষ্টা করছে বিজেপি, তাই হাই কমান্ড বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা জানি এটা বিরাট বড় ষড়যন্ত্র। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শচিন পাইলটের হাতে কিছুই নেই...বিজেপি সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে। বিজেপি রিসর্টের ব্যবস্থা করেছে এবং তাঁরাই সমস্ত কিছু পরিচালনা করছে। মধ্যপ্রদেশে যে দল কাজ করেছিল, এখানেও তাঁরাই কাজ করছে।

মঙ্গলবারই পাইলট-সহ 'বিদ্রোহী' বিধায়কদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাবনা পাশ হয় জয়পুরে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বৈঠকে। ওই বৈঠকে ফের রাজস্থানের পরিষদীয় দলনেতা নির্বাচিত হন গেহলট। তার পরেই পাইলটকে সরানোর সিদ্ধান্ত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কার্যত 'বিদ্রোহ' ঘোষণা করে শচিন পাইলট দিল্লি আসার পর চতুর্থ দিনে এসে নাটকীয় মোড় নিল রাজস্থানের রাজনৈতিক টানাপড়েন।সোমবার সন্ধ্যায় দলের ১০২ জন বিধায়ককে হোটেলবন্দি করেছে কংগ্রেস। ২০০ আসনের রাজস্থান বিধানসভায় যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে বেশি। এর পর গতকাল এক দফা পরিষদীয় দলের বৈঠক করে কংগ্রেস। পাইলটকে জয়পুরে ফিরে ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দলের

স্বস্তি ! দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন অমিতাভ বচ্চন, জানাল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

মুম্বই, ১৪ জুলাই (হি. স.): বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন এবং তার পুত্র অভিষেক বচ্চন করোনা থেকে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। মঙ্গলবার নানাবতী হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আর সাত দিন পরেই দুজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শনিবার রাতে নিজের টুইট বার্তায় বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন দেশবাসীকে জানান যে তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে নানাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেই কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। পরে জানা যায় তার পুত্র অভিষেক বচ্চন করোনায় আক্রান্ত। সেও তার পিতার সঙ্গে নানাবতী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মঙ্গলবার হাসপাতালের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে অমিতাভ বচ্চন এবং অভিষেক বচ্চনের জ্বর স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী সাতদিন পর্যন্ত হাসপাতালেই থাকবেন দুই অভিনেতা।

অভিষেক বচ্চনের স্ত্রী ঐশ্বর্য এবং কন্যা আরাধ্যাও করোনায় আক্রান্ত। বর্তমানে বাড়ির মধ্যেই মা ও মেয়ের চিকিৎসা চলছে।বচ্চন পরিবারের তিনটি বাংলো সিলড করে দিয়েছে পৌরসভা। করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে অমিতাভ স্ত্রী জয়া বচ্চনের। তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বর্তমানে জলসায় একান্তবাসে রয়েছেন জয়া বচ্চন। বচ্চন পরিবারের অধীনে কর্মরত ৫৪ জন কর্মীর মধ্যে ৩০ জনের করোনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের রিপোর্টই নোভেটিভ এসেছে।তবুও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের একান্তবাসে রাখা হয়েছে।

গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণাইয়ে পুলিশি অভিযানে ১ কোটি টাকার চোরাই সুপারি বাজেয়াপ্ত

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৪ জুলাই (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাইয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকার চোরাই সুপারি বাজেয়াপ্ত করেছে। উত্তর গুয়াহাটির পুলিশ অভিযান চালিয়ে কৃষ্ণাই থেকে আফসর আলি নামের এক যুবককে আটক করেছে। তাকে জেরা করে উত্তর গুয়াহাটির পুলিশের দল কৃষ্ণাইয়ে গিয়ে গোয়ালপাড়া পুলিশেকে সঙ্গে নিয়ে গতকাল রাতে কৃষ্ণাইয়ের জাগ্রাপাড়া গ্রামের সুপারি ব্যবসায়ী জনৈক শ্যামল মিত্রের গুদামে অভিযান চালিয়েছিল। সেখানে ৩৪৭ বস্তা চোরাই সুপরিগুলো বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। চোরাই সুপারি ব্যবসায়ী শ্যামল মিত্র গা ঢাকা দিয়েছে।

মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, উত্তর গুয়াহাটির গৌরীপুর থেকে সুপারি বোঝাই একটি ট্রাক পশ্চিমবঙ্গের দিকে যাওয়ার সময় মাঝপথে ট্রাকটি হাইজ্যাক করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় উত্তর গুয়াহাটি থানায় একটি মামলাও দায়ের হয়। ওই মামলার তদন্তে নেমে অবশেষে কৃষ্ণাইয়ে ব্যবসায়ী শ্যামল মিত্রের গুদাম থেকে চোরাই সুপারির বস্তাগুলো বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। বাজেয়াপ্তকৃত সুপারিগুলো উত্তর গুয়াহাটি পুলিশ থানায় রাখা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে পরিবারের ৪ জন সদস্যের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

বারাবাঙ্কি (উত্তর প্রদেশ), ১৪ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় অস্বাভাবিক মৃত্যু হল একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের। মঙ্গলবার সকালে বারাবাঙ্কি জেলার কোতয়ালি থানার অন্তর্গত আবাস বিকাশ কলোনিতে অবস্থিত একটি বাড়ি থেকে একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতরা আবাস বিকাশ কলোনিতে অবস্থিত ওই বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। মৃতদের নাম-লাল কিশোর (৪০), তাঁর স্ত্রী প্রীতি (৩৪), ছেলে প্রেম (১২) এবং মেয়ে আকৃতি (৮)।

বারাবাঙ্কি পুলিশ সুপার অরবিন্দ চতুর্বেদী জানিয়েছেন, বুধবার সকালে দুধ বিক্রেতা দুধ দিতে আসেন, বারবার

ছয়ের পাতায়

করোনা আক্রান্ত ভারতীয় বক্সিং দলের ডাক্তার

মুম্বাই, ১৪ জুলাই (হি. স.) : ভারতীয় বক্সিং দলের সঙ্গে জরিত এক ডাক্তারের শরীরে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেল। পাতিয়ালায় শিবিরের জন্য যাঁরা পৌঁছেছিলেন তাঁদের সকলেরই পরীক্ষার প্রাথমিক ফল নেগেটিভ এসেছে। আপাতত বাতিল করা হয়েছে শিবির। এই দলে রয়েছেন ১১ জন বক্সার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন এশিয়ান গেমসে রুপো জয়ী অমিত পংঘল। মঙ্গলবার তাঁদের আবার পরীক্ষা করা হয়। আক্রান্ত ডাক্তারের সঙ্গে একই জায়গায় কোয়রিন্টিনে ছিলেন তাঁরা।

স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, "ডঃ অমল পাতিল পাতিয়ালা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসের বাইরের সেন্টারে কোয়রান্টিন ছিলেন। নিয়ম মেনে সাতদিনের কোয়রান্টিনের পর তাঁর করোনা পরীক্ষা করা হয় যার ফল নেগেটিভ এলে তবেই তাঁকে মূল হস্টেলে থাকার অনুমতি দেওয়া হত। সেই পরীক্ষা করাতে গিয়েই ধরা পড়ল তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা।"" সেখানে আরও বলা হয়েছে, "রাজ্যের কোভিড সেন্টারে তাঁকে পাঠানো হয়েছে। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে তাঁদেরও পরীক্ষা করা হবে। সেখানে যাঁরা কোয়রান্টিনে ছিলেন তাঁদের সময়সীমা আরও এক সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে। গোটা সেন্টারকে জীবানুমুক্ত করা হয়েছে।""

বক্সাররা যদিও নেগেটিভ এসেছে তাও মঙ্গলবার দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা হয়। দলের এক সূত্র জানিয়েছেন, "ডঃ পাতিলের কোনও উপসর্গ ছিল না, সামান্য কোনও উপসর্গও ছিল না। উনি খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবেন।"" পাতিল ভারতীয় বক্সিংসের সঙ্গে নিয়মিত জরিত। ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে ও গত বছর ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে দলের সঙ্গে গিয়েছিলেন তিনি।

পাকিস্তানে মৃত্যু বেড়ে ৫,৩২০, নতুন করে করোনা-আক্রান্ত ১,৯৭৯ জন

ইসলামাবাদ, ১৪ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে ফের বাড়ল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, এক ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের। মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত পাকিস্তানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬০৪-এ পৌঁছেছে। পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এখনও পর্যন্ত সংক্রমিত হয়েছেন ৮৭,৪৯২ জন, সিন্ধু প্রদেশে ১,০৬, ৬২২ জন, খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে ৩০,৭৪৭, ইসলামাবাদে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,২০২, বালোচিস্তানে ১১,১৯২, গিলগিট-বালতিস্তানে ১,৬৯৪, আজাদ কাশ্মীরে ১,৬৫৫।

মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের ন্যাশনাল কমান্ড এন্ড কন্টোল সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ১,৯৭৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৫০ জনের। পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩২০ জনের এবং সুস্থ হয়েছেন ১,৭০,৬৫৬ জন।

চিনের ভাষায় কথা বলছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, কটাক্ষ অযোধ্যার সাংসদের

কাঠমান্ডু, ১৪ জুলাই (হি. স.): নেপালি প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দাবিকে ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়েছেন অযোধ্যার সাংসদ লাল্লু সিং।নেপালের প্রধানমন্ত্রী চিনের ভাষায় কথা বলছেন ইতিহাস সম্পর্কে তার কোনও জ্ঞান নেই।আদিকাল থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি গ্রন্থেই বলা হয়েছে সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা।এখানেই ভগবান রামের জন্ম। মাতা সিতা জনকপুর থেকে অযোধ্যায় এসেছিলেন বলে পাল্টা দাবি করেছেন লাল্লু সিং।

লাল্লু সিং পাল্টা দাবি করেছেন কোন গ্রন্থ পড়ে এমন দাবি করছেন নেপালি প্রধানমন্ত্রী। আদতে তিনি চিনের ভাষায় কথা বলছেন। চিনের ইশারায় চলে জনগণের আস্থা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী। তার এমন ধরণের মন্তব্য নেপালের মানুষও সহ্য করবে না। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা। এর অবস্থান আজ থেকে নয় আদিকাল থেকে।ভারত-নেপাল সম্পর্কের কথা তুলে ধরে লাল্লু সিং জানিয়েছেন, ভারত ও নেপালের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক বহু দর্শকের। নেপালের যখনই প্রয়োজন পড়েছে ভারত তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। নেপালি মানুষদের সুখে-দুঃখে ভারত বরাবর ছিল।নেপালের জনগণ ও ভারতকে সর্বদা হিতাকাঙ্খী মনে করত।চিনের ইশারায় ভিত্তিহীন দাবি করছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী।এবার তিনি জনগণের আস্থা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। যার জবাব নেপালি জনতা তাকে দেবে।ভারত ছাড়া নেপালের মানুষও শ্রী রামচন্দ্রের প্রতি আস্থাশীল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি নেপালের প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছিলেন রামচন্দ্রের জন্ম ভারতের অযোধ্যায় নয়।নেপালের অযোধ্যায়। ভগবান রামচন্দ্র একজন নেপালি ছিলেন। নেপালের বীরভূমি জেলার পশ্চিম দিকে থরির কাছে অযোধ্যায় জন্ম নিয়েছিলেন রামচন্দ্র।

ভীমা-কোরেগাঁও হিংসা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কবি ভারভারা রাও জেজে হাসপাতালে ভর্তি

মুম্বই, ১৪ জুলাই (হি.সি.) : হাসপাতালে ভর্তি ভীমা-কোরেগাঁও হিংসা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত কবি ভারভারা রাও । তাকে তালোজা জেল থেকে জেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারভারা রাও শনিবার বাড়িতে ফোন করে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতির কথা জানিয়েছিলেন। এর পরে, রবিবার তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে মহারাষ্ট্র সরকার এবং কেন্দ্র সরকারকে চিঠি লিখে ভারভারা রাওকে চিকিতা দেওয়ার জন্য কারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানান। তবে রবিবার কারা প্রশাসন এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও। সোমবার গভীর রাতে ভারভারা রাওয়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তাঁকে তালোজা কারাগার থেকে জে জে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আগামী শুক্রবার ফের আদালেতে ভারভারা রাওয়ের জামিনের আবেদনের শুনানি হবে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে ১ জানুয়ারি পুনেতে ভীমা কোরেগাঁও যুদ্ধের বিজয় দিবস উদযাপনের সময় তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। একজনের মৃত্যুও হয়। এবং কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগে কবি ও বামপন্থী নেতা ভারভারা রাওকে গ্রেফতার করে পুনে পুলিশ।

আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা সম্পূর্ণ করবে গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

গুয়াহাটি, ১৪ জুলাই (হি.স.) : চলতি বছরের আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা সম্পূর্ণ করবেন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড় প্রতাপজ্যোতি সন্দিকৈ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে এই খবর দিয়েছেন।উপাচার্য ড় সন্দিকৈ সংশ্লিষ্ট চিঠিতে লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ তথা ইউজিসি-র নির্দেশিকা অনুযায়ী সব ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা অনলাইন এবং অফলাইন অথবা দুটোর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে 'মিশ্র পদ্ধতি'তে অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রছাত্রীদের তিনি জানান, পরীক্ষার সব পর্যায়ে কিছু নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া থাকবে।

তিনি আরও লিখেছেন, অনলাইন পরীক্ষাগুলোর ক্ষেত্রে 'যথোচিত সামর্থ' অনুযায়ী 'একান্ত তথা পরীক্ষার্থী-সহায়ক পদ্ধতি'তে অনুষ্ঠিত করা হবে। গুয়াহাটিতে চলমান লকডাউনের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষার এক বিশদ পদ্ধতি প্রকাশ করা হবে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা প্রক্রিয়া ৩০ সেপ্টেম্বর (২০২০)-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা করেছে, চিঠিতে লিখেছেন উপাচার্য। তিনি জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে খোলার অনুমতি দেওয়ার পর ভরতি প্রক্রিয়া, নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু করা সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থবির যাবতীয় কাজকর্ম পুনরায় আরম্ভ হবে। চিঠিটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অনলাইনে পাঠিয়েছেন উপাচার্য ড় প্রতাপজ্যোতি সন্দিকৈ

মঙ্গলবার আগরতলায় আমরা বাঙালি এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

মৃত্যুর পাঁচদিন পর খবর পেল পরিবার, গাফিলতির অভিযোগ কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৪জুলাই(হি. স.): রোগী মৃত্যুর পাঁচ দিন পর হাসপাতালে গিয়ে সেই খবর জানতে পারল পরিবার। এমনই অভিযোগ উঠেছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। বিগত কয়েকদিনে বারবার গাফিলতির অভিযোগ করে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে। মঙ্গলবার ফের একবার একই অভিযোগ উঠল হাসপাতালের বিরুদ্ধে।

ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার। হাওড়ার সলোপের বাসিন্দা অজয় মান্না (৬৮) দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত। বৃহস্পতিবার অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ওই ব্যক্তির সামান্য জ্বর থাকায় তাকে এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল এ বেড না থাকায় পুনরায় কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে করোনা সন্দেহে তাকে কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। এরপর যেহেতু করোনা ওয়ার্ডে পরিজনদের ঢোকার অনুমতি থাকে না তাই বারবার হাসপাতালের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে অজয় বাবুর খোঁজ নিচ্ছিলেন তার পরিজনেরা। হাসপাতালের তরফে রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল এবং তিনি নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করছেন এবং ঘুমোচ্ছেন বলেও জানানো হয় পরিবারকে।

আজ মঙ্গলবার, গ্রিন বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলায় রোগীর বেডে পৌঁছে যান তাঁর ছেলে। গিয়ে দেখেন, বেড খালি, বাবা সেখানে নেই। পরে জানতে পারেন, ভর্তির দিনই দুপুর ৩টেয় মারা যান ওই ব্যক্তি। এরপরে মৃত ব্যক্তির সেই দেহ কি হল, কেনই বা পরিবারকে রোগীর মৃত্যুর খবর জানানো হলো না সেই নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনো প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, মৃত্যু সংবাদ দেওয়ার জন্য ফোন করা হয়েছিল পরিবারকে। কিন্তু ফোনে পাওয়া যায়নি কাউকে। এর পর দেহ মর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর পর বাবার দেহ ফেরত চান ছেলে। হাসপাতালের তরফে জানানো হয় ওই দেহের করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট এখনো আসেনি। ফলে তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন কি না তা জানা সম্ভব নয়। তাই দেহ হস্তান্তর করা যাবে না। কিন্তু এরপরেও পরিবারের তরফে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যদি তার বাবা বৃহস্পতিবার মারা গিয়ে থাকেন তাহলে কেন গত পাঁচ দিন ধরে হাসপাতালে হেল্পলাইন নম্বর থেকে জানানো হলো যে ওই ব্যক্তি সুস্থ রয়েছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেন রোগীর পরিজনকে হেল্পলাইন নম্বর এর মাধ্যমে যোগাযোগ করা হলে জানালো না মৃত্যুর খবর?

হেমতাবাদ বিধায়কের মৃত্যুকে খুন বলে চিকিৎসকদের অপমান করা হচ্ছে, মত ফিরহাদের

কলকাতা, ১৪জুলাই(হি. স.): হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু আত্মহত্যার কারণেই হয়েছে বলে জানানো হয়েছে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে। কিন্তু তা সত্বেও এই মৃত্যুকে সাধারণ আত্মহত্যা বলে মানতে নারাজ বঙ্গ বিজেপি। তাদের মতে খুন করা হয়েছে ওই বিধায়ককে। এদিকে ময়নাতদন্তের রিপোর্টকে মানতে না চাওয় কার্যত চিকিৎসকদের অপমান করা হচ্ছে বলেই মনে করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তার মতে, 'মরা ধরার রাজনীতি করছে বিজেপি'।

সোমবার সকালে বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াদিঘি মোড় এলাকায় একটি মোবাইল ফোনের দোকানের বারান্দা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় দিনাজপুরের হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায় (৬৫) দেহ। যা নিয়ে উত্তাল হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। বিধায়কের রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। মঙ্গলবার নবান্ন থেকে ময়না তদন্তের রিপোর্ট বিস্তারিত জানিয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন এই বিষয়ে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে তদন্ত করা হবে।

এর পরেই পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'বিধায়কের মৃত্যুর কারণ হিসেবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এসেছে সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে ঘটনাটি আত্মহত্যা। তারপরেও বিজেপি বিধায়কের মৃত্যুকে খুন বলে উল্লেখ করছে। এতে রাজ্যের চিকিৎসকদের অপমান করা হচ্ছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, শববাহী যান : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আগে থেকেই তৈরি ছিল, বিধায়ক মৃত্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য দিলীপের

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি স):উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদের বিজেপি বিধায়কের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হয়েছে বিধায়কের মঙ্গলবার প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এমনটাই উল্লেখ রয়েছে বলে জানান রাজ্য স্বরাষ্ট্রসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এরপরেই "পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আগে থেকেই তৈরি ছিল বলে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্ফোরক মন্তব্য রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, "সরকারের আত্মহত্যা তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় ।পোস্টমর্টেম রিপোর্ট আগে থেকেই তৈরি ছিল ।আমরা চাই সিবিআই তদন্ত হোক ।সুইসাইড নোট পুলিশি বিধায়কের পকেটের ঢুকিয়েছেন ।তদন্ত করলে সব উঠে আসবে"।

এরপরেই ময়নাতদন্ত রিপোর্ট আসা নিয়ে প্রশ্ন দিলিপের। তিনি বলেন, "এত দ্রুত ময়নাতদন্তের রিপোর্ট কিভাবে প্রকাশ পেল ?দুর্ঘটনায় মৃত দেহের রিপোর্ট পেতে কাল ঘাম ছুটে যায় মানুষের। খুন করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে"।

প্রসঙ্গত,সোমবার সকালে বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিয়াদিঘি মোড় এলাকায় একটি মোবাইল ফোনের দোকানের বারান্দা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয় দিনাজপুরের হেমতাবাদের বিধায়ক দেবেন্দ্রনাথ রায় (৬৫) দেহ। বিধায়কের রহস্য-মৃত্যুর ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। গতকালই বিধায়কের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছিল পুলিশ। মঙ্গলবার সেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেয়ে স্বরাষ্ট্রসচিব নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, "গলায় ফাঁস দিয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। ঘাড়ে কালশিটে দাগ দেখে মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যা। মৃত্যুর পর দেহ ঝোলানো হয়নি রিপোর্ট দেখে মত ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের"।

করোনায় শিক্ষক সংসদের সক্রিয় কর্মীর মৃত্যুতে গভীর শোক চন্দননগরে

হুগলি, ১৪জুলাই (হি. স.) : করোনায় এক প্রাথমিক শিক্ষিকার মৃত্যু ঘিরে আতঙ্ক হুগলির চন্দননগরে। মৃত শিক্ষিকার নাম সৌমি সাহা (৩৬), বাড়ি চন্দননগরের মুন্সি পুকুর এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল ১০ টা নাগাদ ব্যান্ডেল ইএসআই হাসপাতালে মৃত্যু হয় শিক্ষিকার। পোলবা থানার অন্তর্গত কাশ্বরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সৌমি দেবী তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সক্রিয় সদস্যা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের তরফে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন সৌমি। তাই কর্মরত অবস্থায় তাঁকে কোনও দিনই কোনও ভারী কাজ করতে দেওয়া হতো না। সম্প্রতি শ্বাস কষ্টের সেই সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। দিন চারেক আগে তাকে ভর্তি করা হয় চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে তাঁর কোভিড পরীক্ষার রিপোর্ট পজেটিভ আসে। তার পরেই তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় ব্যান্ডেল ইএসআই হাসপাতালে। এদিন সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় শিক্ষিকার। দিন পঁচিশ আগে লকডাউন চলাকালীন বিয়ে করেন সৌমি। স্বামী দিল্লিতে থাকতেন।

শিক্ষক সংসদের সক্রিয় কর্মীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সংগঠনের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী। তিনি বলেছেন, দল এবং শিক্ষক সংগঠনের একজন সক্রিয় কর্মীকে হারালেন। সংগঠনে বা দলের কাজ কর্মে সৌমীর সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না। বরাবরই সংগঠনের তরফে আয়োজন করা নানান অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতো সৌমি। তাঁর মর্মান্তিক এই মৃত্যুতে শিক্ষক সংগঠনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তিনি আরও জানিয়েছেন শিক্ষিকার বাড়িতে বাবা নারায়ণ সাহাও করোনা আক্রান্ত, তাঁরও চিকিৎসা চলছে।

করোনা আক্রান্ত সাধন পান্ডের স্ত্রী

কলকাতা, ১৪ জুলাই (হি স): শহরের জাকিয়ে রাজ করছে করোনা। করোনা আতঙ্কে ত্রস্ত শহর। আর এবার করোনা হানা ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী সাধন পান্ডের বাড়িতে।

দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরের আজ পরছে করোনা। ক্রমাগত বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ।জানা যাচ্ছে, করোনা আক্রান্ত মন্ত্রী সাধন পান্ডের স্ত্রী ।রবিবার মন্ত্রীর শ্যালক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। এরপর সাধন পান্ডের স্ত্রী নমুনা পরীক্ষা করা হলে সেই রিপোর্ট পজিটিভ আসে। তবে, খুব বেশি সংক্রমণ না থাকায় হোম কোয়ারেন্টাইন আছেন মন্ত্রীর স্ত্রী।

রেকর্ড সংক্রমণ কলকাতায় একদিনে আক্রান্ত ৫২৪

কলকাতা, ১৪জুলাই (হি. স): রাজ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সংক্রমিতের সংখ্যা বাড়ছে শহর কলকাতায়। গত ২৪ঘন্টায় কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৪ জন। এই পর্যন্ত সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে এটাই সর্বোচ্চ আক্রান্তের সংখ্যা মহানগরীতে। এদিকে রাজ্যে গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৯০ জন। একদিনে ২৪ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। করোনা মুক্ত হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৭১৮ জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১১,৯২৭ জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২,৮৩৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১৯,৯৩১জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৯৮০জনের। রাজ্যে সুস্থ হয়ে ওঠার হার ৬০.৬৯ শতাংশ। মঙ্গলবার এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে।

এদিকে গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতা থেকে ৫২৪টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,৫৫০। গত ২৪ ঘন্টায় ১৯৯জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৫৯১৯জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘন্টায় ৭জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ৫১৬জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪১১৩জন। বাকি মৃতদের মধ্যে একজন দক্ষিণ দিনাজপুর, পাঁচজন হাওড়া, একজন হুগলি, আটজন উত্তর ২৪ পরগনা ও দুইজন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ১১হাজার ১০২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬লাখ ৩৮হাজার ৫৪০টি। এখন রাজ্যে ৫২টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতি তে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্ত বাস রয়েছেন ৪হাজার ৩৮৮জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ১লাখ ১হাজার ৬৪৪জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ২৬হাজার ২০১জন। হোম কোয়ারেন্টিনে নজর দারি শেষ হয়েছে, ৩লাখ ৩৫হাজার ১৩২জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ৭৪২টি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টিন বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ৩হাজার ৩৭৫জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ২ লাখ ৭২হাজার ৫৫১জন।

তদন্তে পুলিশ

পাচের পাতার পর

ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে জানালা থেকে ঘরের ভিতরে উঁকি দেন তিনি। দুধ বিক্রেতা দেখেন ঘরের সিলিংয়ে একই পরিবারের ৪ জন সদস্যের দেহ ঝুলছে। তিনি প্রথমে প্রতিবেশীদের জানান, পরে থানায় খবর পৌঁছয়। পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। বাড়িতে টিভিতে সাঁটানো ছিল সুইসাউড নোট। সুউসাইড নোটে উল্লেখ রয়েছে, ভাইয়ের সঙ্গে জমি বিবাদের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লাল কিশোর। স্থানীয় সূত্রের খবর, দিল্লিতে একটি বেসরকারি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন লাল কিশোর। পুলিশ ঘর থেকে একটি ল্যাপটপও উদ্ধার করেছে।

হোম স্টে তৈরিতে সরকারি সাহায্য ঝড়খালিতে

ঝড়খালি, ১৪ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যের পর্যটন মানচিত্রে এবার সুন্দরবনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। আর সেই কারনে এবার সুন্দরবনের ঝড়খালিতে হোম স্টে পর্যটনকে আরও বেশি করে উৎসাহ দিতে উদ্যোগী হয়েছে সরকার। ঝড়খালিতে ৬০ টি হোম স্টে'কে তাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে ৬০ টি বাড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে হোম স্টে পর্যটন তৈরির জন্য। পর্যটকদের জন্য সেগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ণে বাড়ি পিছু দেড় লক্ষ করে টাকা দেবে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই সেই টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বন দফতর ও রাজ্য পর্যটন দফতরের সাথে দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসন এই প্রকল্প রুপায়নে এগিয়ে এসেছে। মোট তিনটি ধাপে টাকা দেওয়া হবে বেনিফিসারিদের। মঙ্গলবার ঝড়খালিতে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেনিফিসারিদের হাতে প্রথম পর্যায়ের পঞ্চাশ হাজার টাকার সেই আর্থিক সাহায্যে প্রদান করা হন প্রশাসনের উদ্যোগে। জেলাশাসক পি উল্লানাথন ও বন দফতরের আধিকারিকরা এদিন বেনিফিসারিদের হাতে সেই শংসাপত্র তুলে দেন। প্রথম ধাপের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রশাসনের কর্তারা হোম স্টে গুলি পরিদর্শন করবেন। সেগুলির কাজে সন্তুষ্ট হলেই তবেই দ্বিতীয় ধাপের অর্থ বরাদ্দ হবে। এইভাবে খুব দ্রুত হোম স্টে গুলিকে পর্যটনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। আগামি পর্যটন মরসুমে যাতে এগুলিকে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া যায় সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বন দফতর সুত্রে খবর, ঝড়খালি এলাকায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাড়িতে পর্যটকদের জন্য হোম স্টে'র ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু সেগুলির পরিকাঠামো তেমন উন্নত নয়।

আগরতলায় সন্ধ্যারাতে তিনটি বাইক পোড়াল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের হিন্দিস্কুল সংলগ্ন এলাকায় তিনটি বাইক পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ। কে বা কারা এই বাইক পুড়িয়ে দিয়েছে তা জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশ তদন্ত করছে। যাদের বাইক পোড়ানো হয়েছে তারা হলেন অজয় দেবনাথ, সংকর নারায় অবস্তি এবং রমেশ কুমার সিং। তারা জানিয়েছে, কয়েকজন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক সেখানে পৌঁছে এবং ঠিল ছুঁড়তে থাকে। বাইকের মালিকরা সেখান থেকে দৌঁড়ে পালিয়ে যায় আতঙ্কে। তারপরই বাইক পুড়িয়ে গিয়ে গা ঢাকা দেয় ওই যুবকরা। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নেভায়। ততক্ষণে তিনটি বাইক পুড়ে যায়।

খাদ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাইলেন কংগ্রেস নেতা তাপস দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই।। খাদ্য, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের পদত্যাগ দাবী করলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি তাপস দে। এই ব্যাপারে রাজ্যপালকে একটি চিঠিও দিয়েছেন তাপসবাবু। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন আগরতলায় একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে খাদ্য, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এক নেশা কারবারীর সাথে আলাপচারিতা সংক্রান্ত একটি ছবি। এই ছবি প্রকাশের পর রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তর কিংবা মন্ত্রীর তরফ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়নি। তাই এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবের পদত্যাগ তথা মন্ত্রিসভা থেকে বহিস্কারের দাবী করেছেন তাপস দে।

রাজ্যপালকে লেখা চিঠিতে অন্য এক প্রসঙ্গে রাজ্যে টিএসআর নিয়োগের ক্ষেত্রে অন্য সংস্থাকে বরাত দেওয়ার বিষয়টি নিয়েও তাপসবাবু গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

রাজস্থানে

● প্রথম পাতার পর

তার ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আইন মেনে গর্ভপাত করা হয়েছে। এদিকে, টিসিপিসিআর নাবালিকার পরিবারের কাউন্সেলিং করেছে। এতে তারা মেয়েকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছেন।

বিধায়ক

● প্রথম পাতার পর

সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ভালো বলে মনে করি না। তাঁর দাবি, যদি চ্যালেঞ্জ নিতে চান তা হলে বিধায়ক পদ ছেড়ে দিন এবং নির্বাচনে লড়াই করুন। আমরা প্রস্তুত রয়েছি। জনমত কোন দিকে, বুঝে নেওয়া যাবে, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

লংতরাইয়ে

● প্রথম পাতার পর

অনেকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই সহকর্মীদের মধ্যেও গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

বলেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা মেনে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। করোনা যুদ্ধে বিজেপি কার্যকর্তারাও জাতীয় প্রেক্ষাপটে ভূমিকা নেবেন। নবেন্দুর কথায়, সার্বিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় দলীয় কর্মকর্তাদের রূপরেখা স্থির করে দেওয়া হয়েছে।

লকডাউন

● প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা সীমানা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। তাঁর দাবি, জরুরি পরিষেবা, গ্রোসারি দোকান, ব্যাঙ্ককে লকডাউনের আওতার বাইরে থাকবে।

ক্ষয়ক্ষতি

● প্রথম পাতার পর

লেলিহান শিখার মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে, একটি দমকলের ইঞ্জিনের দ্বারা আগুন নেভানো দুষ্কার্য হয়ে দাঁড়ায়। খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর দমকল অফিসে। ধর্মনগর থেকে আরেকটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভাতে শুরু করলে তারি মধ্যে রোজ ফ্লাওয়ার নামক বিস্কুট বেকারিটি সম্পূর্ণরূপে আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাছাড়া আশপাশের ডেকোরেটার্স,লন্ড্রী সহ ছোট বড় ৪/৫ টি দোকানও আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন কদমতলা বাজার কমিটির সেক্রেটারি ।অবশেষে দমকলের দুটি ইঞ্জিনের দ্বারা আগুন আয়ত্তে আসলেও বিস্কুট বেকারিটি সম্পূর্ণরূপে পুড়ে যায়।

বিস্কুট বেকারির ভেতরে থাকা অত্যাধুনিক ইলেকট্রিক যন্ত্রাংশ, জেনারেটর সহ নানা মূল্যবান আসবাপত্র, খাদ্য সামগ্রী ও বিস্কুট পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ।তবে দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসায় ও দমকল কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণে আসে। ফলে আশপাশের দোকান পাট ও ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পায় আগুনের লেলিহান শিখা থেকে ।জানা গেছে কদমতলা বাজারে ৬ থেকে ৭ বছর পর এ ধরনের ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলো। তাছাড়া রোজ ফ্লাওয়ার বিস্কুট বেকারির ভেতরে থাকা ইলেকট্রিক দু-তিনটি বৈদ্যুতিক চুলুও রয়েছে। এদিকে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশ ও দমকল কর্মীদের প্রাথমিক ধারনা বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের ফলেই এই ভয়ংকর অগ্নিকান্ড সংঘটিত হয়েছে। পাশাপাশি ক্ষয়ক্ষতির পরিমান প্রায় ২৫ লক্ষাধিক টাকা বলে জানিয়েছেন বাজার সেক্রেটারি।

কের পূজা

● প্রথম পাতার পর

শহরের নির্দিষ্ট একটি বলয়ের মধ্যেও এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে রাত ১০টা থেকে সকাল ৫-টা পর্যন্ত ঊ সেই সব স্থানে বসবাসকারী লোকজনদের ওই সময়কালে বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ থাকেঊ এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকে কের পূজার প্রথম ৩২ ঘণ্টার সময়কালের জন্যঊ

আরও নিষেধাজ্ঞা আছে, যেমন কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে কের পূজাস্থল এলাকায় থাকতে দেওয়া হয় নাঊ তেমনি ওই অঞ্চলে সে সময় কোনো অন্তঃস্বত্ত্বা মহিলা থাকলে, কের পূজার পবিত্রতা রক্ষার জন্য তাঁকে ওই সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ঊ শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সম্ভাবনা, যা পূজার পবিত্রতা নষ্ট করতে পারে, তা রোধ করতেই এই নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় বলে জানা যায়ঊ রাজ পরিবারের সদস্য ও মহারাজার আত্মীয়-স্বজন জুতো পরেন না। এই সময় তাঁদেরকে খালি পায়ে থাকতে হয়ঊ এমন-কি, ছাতা ব্যবহার করাও নিষিদ্ধঊ আদিভৌতিক শক্তিকে তুষ্ট করতে এই সময়কালে কোনও রকম বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, নৃত্য, সঙ্গীত, গান-বাজনা করা নিষিদ্ধ থাকে। শুধুমাত্র চন্তাইয়ের সহকারীরা সমবেত স্তোত্র পাঠ করতে পারেন ঊ

চন্তাই বিশ্বাস করেন, কের পূজার এই বিধিনিষেধ অমান্য করলে অশুভ শক্তিকে আহ্বান করা হয় এবং পূজার পবিত্রতা তাতে অশুচি হয়ঊ কের পূজার দিনক্ষণ স্থির হওয়ার পর আগের দিন চন্তাই জিপ গাড়ি চড়ে পূজা স্থলে আসেন। তখন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মর্যাদা দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে সেখানে থাকেন রাজকর্মচারীরা ও ত্রিপুরা সরকারের দেবস্থান পরিচালন কমিটির পদাধিকারীরা, যাঁরা চন্তাই ও তাঁর সহকারীদের খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত করেনঊ পূজা শুরু হয় কামানের গোলা ফাটিয়ে। নাগরিকদের পূজা শুরুর বার্তা জানাতেই এটা করা হয়ঊ এর পর পূজার যাবতীয় উপাচার শুরু হয়ে যায়ঊ পূজা শেষ হলেও তেমনি গোলা ফাটানো হয়ঊ

পরের দিন ভোরের দিকে চন্তাই রাজকীয় পোশাক পরে আসেন পুজাস্থলেঊ তাঁর মাথায় থাকে পাগড়ি, গায়ে রঙিন ঝুলঝুলে জামা, সাদা ঢিলা কোমরবন্ধ এবং স্বর্ণালী সুতোর তাগাঊ এই পরিচ্ছদের প্রতিকী অর্থ হল উপাস্য দেবতা এগুলোর মধ্যেই নিহিতঊ চন্তাই এর পর তাঁর সহকারীদের নিয়ে এবং পেছনে সরকারি ও রাজকর্মচারীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে মাণিক্য শাসনের হাতির দাঁত ও রুপো দিয়ে তৈরি প্রাচীন সিংহাসনের কাছে গিয়ে সম্মান জানানঊ

এর পর তাঁরা রাজবাড়ির ভেতরে রাখা মঙ্গলচণ্ডী দেবীর কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানানঊ পরে তাঁদের উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের সদর দেওরি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে নির্ধারিত পবিত্র স্থানের দিকে রওয়ানা করা হয়ঊ ওই পবিত্র স্থান হচ্ছে আয়তাকার এক খণ্ড ভূমি, যা কের পূজার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে প্রস্তুত করে রাখা হয় আগে থেকেইঊ ওই আয়তাকার ভূমি খণ্ডের প্রত্যেক কোণায় সবুজ বাঁশ গাছের খণ্ড পোঁতা হয়ঊ এই বাঁশ গাছগুলি উপাস্য দেব-দেবী ও পূর্ব-পুরুষদের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়ঊ

বাঁশের দণ্ডগুলির এক একটার এক এক রকম আকৃতি এবং প্রত্যেকটি ফুল দিয়ে মোড়া থাকেঊ এদের উপর একটি জ্যামিতিক আকৃতিতে একটি চাঁদোয়া আটকানো হয়ঊ বাইরের দিক থেকে মন্দিরের সদৃশ এই সজ্জাঊ চন্তাই ও সহকারীরা উচ্চৈঃস্বরে অজানা ভাষায় স্তোত্র উচারণ করতে থাকেন। যা জনসাধারণকে অশুভ প্রভাব থেকে পরিত্রাণ করে বলে বিশ্বাসঊ চন্তাই পুজাস্থলে, বাঁশে-বাঁশ ঘসে আগুন জ্বালান, পূজার পর ওই আগুনের ভস্ম উপজাতি, অ-উপজাতি লোকজনেরা ঘরে নিয়ে যানঊ তাঁরা বিশ্বাস করেন, ওই ভস্ম পরিবারে কল্যাণ করে, অপদেবতার কু-দৃষ্টি থেকে রক্ষা করেঊ পশু, পাখির বলি দেওয়াও এই পূজার অন্যতম উপাচারঊ

ত্রিপুরার রাজবাড়ি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ও পুরাণ হাবেলিতে কের পূজা যেমন করা হয়, তেমনি উপজাতি সাধারণ মানুষ ফসল রোপণের পর গ্রামে গ্রামে সামাজিকভাবে এই পূজা করেনঊ

কের পূজা উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা ত্রিপুরাবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও কের পূজা উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি সকলের মঙ্গল কামনা করেছেন। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

অর্থবছরে তিন মাসেই ১৮ শ্রমদিবস কাজ হয়েছে।

এদিকে, অর্থ বছরের প্রথম তিনমাসের বছর ভিত্তিক হিসাব তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৫ শ্রমদিবস, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬ শ্রমদিবস কাজ হয়েছে। সরকার পরিবর্তনের পর অর্থবছরের প্রথম তিন ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৪ শ্রমদিবস এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ শ্রমদিবস কাজ হয়েছে।

পাশাপাশি অর্থ বরাদ্দের খতিয়ান তুলে ধরেও শিক্ষামন্ত্রী বাম জমানার তুলনায় সরকার পরিবর্তন হওয়ায় রেগা শ্রমিকরা অধিক অর্থ পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৪০৪ কোটি, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৪৩৪.৪৩ কোটি টাকা রেগায় বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু, সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর তা বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৭৩১.১৮ কোটি এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের এই তিন মাসে ৩৭৯.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাতে সহজেই বোঝা যাচ্ছে বাম জমানার তুলনায় বর্তমান সরকারের আমলেই গ্রামীণ এলাকায় কাজ বেশী হচ্ছে।

অনুষ্ঠিত

আটের পাতার পর

কোভিড- ১৯ এর সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আজ রক্তদান শিবির করা হয়। ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অনেক অভাব আছে। তাই আজ যারা এই শিবিরে রক্তদান করেছেন তাদেরকে স্বাগত জানানো অতিথিরা।

কে পালানিস্বামী

আটের পাতার পর

করোনা টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। সোমবার করোনা-পরীক্ষা করান মুখ্যমন্ত্রী কে পালানিস্বামী এবং তাঁর ক্যাম্প অফিসের আধিকারিক ও কর্মীরা। রিপোর্ট আসার পর মঙ্গলবার সরকারিভাবে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী, সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যেই কেউই করোনা-সংক্রমিত হননি।

এর আগে গত মাসের করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলেন ই কে পালানিস্বামী। সেবারও রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছিল। মঙ্গলবার তামিলনাড়ু স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাজ্যজুড়ে ১০৫টি কোভিড-১৯ টেস্টিং সেন্টার তৈরি করা হয়েছে। ১৩ জুলাই পর্যন্ত ১৫,৮৫,৭৮২টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

আটের পাতার পর

জানতে চেয়েছেন যে এই বেবি লকডাউন জারি করে কি লাভ হয়েছে। কারণ করোনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।এর পেছনে সরকারের আসল উদ্দেশ্যটা জনগণকে বলা উচিত।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, " গতকাল (সোমবার) লকডাউনের বেবি প্যাক সমাপ্ত হয়েছে। আর কালই নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১৬৬৪। এর থেকে স্পষ্ট লকডাউন করে করোনাকে কোনভাবেই রোখা যাবে না। টেস্টিং করা এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং এর কাজে গাফিলতি হয়েছে।লকডাউনের এই বেবি প্যাক তবে কি তাহলে অন্য কিছুর জন্য। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে সেটা সকলকে জানানো উচিত।"

প্রিয়াঙ্কা নিজের এই টুইট বার্তায় একটি রিপোর্ট শেয়ার করেছেন। যেখানে দেখানো হয়েছে দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় উত্তরপ্রদেশে করোনা পরীক্ষা হার অত্যন্ত কম।উত্তরপ্রদেশে প্রতি ১০ লক্ষ মানুষের মধ্যে মাত্র ৪৯২৯ টেস্টিং হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের পেছনে রয়েছে শুধুমাত্র বিহার। ইতিমধ্যেই উত্তরপ্রদেশ সরকার গোটা জুলাই মাস পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে শনিবার এবং রবিবার করে লকডাউন জারি করার ঘোষণা করেছেন। কংগ্রেসের তরফ থেকে এর সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এতে করে কি ফায়দা হবে সেটা বহু জনগণ বুঝতে পারছে না বলে দাবি করা হয়েছে কংগ্রেসের তরফে।

ক্রীড়াঙ্গন

ধোনির পথচলার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন সৌরভ

সম্প্রতি যৌথভাবে একটি জরিপের আয়োজন করেছিল ইএসপিএনক্রিকইনফো ও স্টার স্পোর্টস। সেই জরিপে সৌরভকে পেছনে ফেলে ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক হয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে কে সেরা অধিনায়কসৌরভ গাঙ্গুলী, নাকি মহেন্দ্র সিং ধোনি। সম্প্রতি যৌথভাবে একটি জরিপের আয়োজন করেছিল ক্রিকইনফো ও স্টার স্পোর্টস। সেই জরিপে সৌরভকে পেছনে ফেলে ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক হয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা মনে করেন অধিনায়ক ধোনির পথচলার ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন সৌরভই।৭ জুলাই ছিল ধোনির জন্মদিন, ৮ জুলাই সৌরভের। দুই মহান ক্রিকেটারের জন্মদিন উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যেই জরিপটির আয়োজন করেছে স্টার স্পোর্টস ও ক্রিকইনফো। এই জরিপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন গ্রায়েম স্মিথ, সাঙ্গাকারা, গৌতম গম্ভীর, ইরফান পাঠান ও কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের মতো সাবেক ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি সেই জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়েছে স্টার স্পোর্টসের 'ক্রিকেট কানেক্টেড'-এর সর্বশেষ অধ্যায়ে।কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভোটাভুটি হয়েছে। সেই ভোটাভুটিতে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাট হাতে পারফরম্যান্সে সৌরভের চেয়ে ধোনি ভোট বেশি পেয়েছেন। সব মিলিয়ে অবশ্য ধোনি দশমিক ৫০-এর চেয়ে কম পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। আটটি ক্যাটাগরির মধ্যে ধোনি এগিয়ে ছিলেন চারটিতে। অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে ২০১১ বিশ্বকাপ, ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতিয়েছেন ধোনি। আইসিসির তিনটি টুর্নামেন্টের সব কটি জেতা প্রথম অধিনায়কও তিনিই। সৌরভ এত কিছু না জিতলেও তাঁর আমলেই ভারত ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে শিখেছে। সৌরভের নেতৃত্বে সেই সময়ের পরাক্রমশালী অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ভারত।

দুজনের নেতৃত্ব নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, 'মিডল অর্ডারে ব্যাট করা ধোনি ম্যাচে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারত, ম্যাচ শেষ করে আসত সে। খুব ধীরস্থির, শান্ত ও ঠাণ্ডা মাথার খেলোয়াড় ছিল ধোনি। তবে দাদার দলে এমএসের মতো একজন খেলোয়াড় থাকলে তাঁর দল আরও ভালো করতে পারত।'শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক সাঙ্গাকারার কথা, 'অনেক জিনিস দিয়েই একজনকে বিচার করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো আপনাকে পদচিহ্ন রেখে যেতে হবে। দাদা সেটা রেখে যেতে পেরেছিলেন। আর এমএস ধোনি এটা থেকেই উপকৃত হয়েছে।'

ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখায় জোর দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

করোনাভাইরাস মহামারিতে আতঙ্ক, অসুস্থতা, বেকারত্ব, নানা অনিশ্চয়তায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মানসিক চাপ বেড়েছে। মানসিক চাপে আছেন ক্রিকেটার ও ক্রিকেটসংশ্লিষ্ট অনেকেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তাই জোর দিচ্ছে ক্রিকেটারদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ওপর।অস্ট্রেলিয়া নারী ও পুরুষ দলে অবশ্য আগে থেকেই দুজন মনোবিদ কাজ করছেন। নারী দলে কাজ করেন পিটার ক্লার্ক আর পুরুষ দলে মাইকেল লয়েড। এবার তাঁদের কাজের পরিধি আরও বাড়াতে চাইছে সিএ। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড আসলে এই মহামারিতে আরও বড় পরিসরে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছে।

বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা তো আছেনই, রাজ্য দল, বিগ ব্যাশ ও ক্লাব পর্যায়েও সিএ বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে।সিএর হাই পারফরম্যান্সের প্রধান ড্রিউ জিন বলেছেন, "নতুন মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষাবিষয়ক মনোবিদেরা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেবেন।

সিএর চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের জন্য আরও বৃহৎ পরিসরে কাজ করবেন। মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে এটি দারুণ এক সুযোগ। এটি আমাদের দলের সঙ্গে কাজ করা বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের আরও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।"এর আগে অস্ট্রেলিয়ার তিন ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, নিক ম্যাডিনসন ও উইল পুকোভস্কি মানসিক সমস্যায় ক্রিকেট থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। করোনাভাইরাসের মহামারিতে মানসিক সমস্যা আরও বাড়তে পারে ক্রিকেটারদের। জিন তাই বলছেন, "এটি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে শীর্ষ ক্রিকেটারদের চাহিদা, কোভিড এবং চরম অনিশ্চয়তার কারণে। আমাদের খেলোয়াড়, কোচ ও স্টাফদের সঠিক সমর্থন এবং পরিবেশ সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

স্টোকসের বিশ্বকাপ জেতানো ধুলো আর ধোঁয়ার গল্প

ক্যারিয়ারে এর চেয়ে বড় ইনিংস অনেক খেলেছেন বেন স্টোকস। আরও বড় বড় ইনিংস নিশ্চয়ই খেলবেন। গত অ্যাশেজের মতো অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি থেকে দলকে জেতাবেনও। কিন্তু ৯৮ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ওই ইনিংসটির চেয়ে মূল্যবান আর কোনো ইনিংস হয়তো আর খেলা হবে না। একটা দেশের আজন্ম লালিত স্বপ্ন পূরণ করা ইনিংস এক জীবনে মানুষ কয়বারই বা খেলার সুযোগ পায়! ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ও বিশ্বকাপ ট্রফির মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধু স্টোকস। এই অলরাউন্ডারের হাল না ছাড়া মানসিকতাই শেষ বল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে ম্যাচ। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও দলকে জেতাতে পারেননি নির্ধারিত ওভারে। শেষ বলে দুই রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়েছেন তাঁর সঙ্গী। অমন দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেও তাই সুপার ওভারে ব্যাট করার জন্য নামতে হয়েছিল তাঁকে। শেষ পর্যন্ত সে চাপও জয় করে ইংল্যান্ডকে এনে দেন বিশ্বজয়ের উৎসব করার সুযোগ।কিন্তু স্টোকস কি সেদিন একটুও চাপ অনুভব করেননি? হ্যাঁ, চাপ ঠিকই অনুভব করছিলেন এই অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয় নিয়ে প্রকাশিত বই "মরগানস ম্যান: দ্য ইনসাইড স্টোরি অব ইংল্যান্ডস রাইজ ফ্রম ক্রিকেট ওয়ার্ল কাপ হিউমিলেশন টু গ্লোরি"তে জানানো হয়েছে চাপ কাটাতে সেদিন কী করেছিলেন স্টোকস।বইয়ের লেখক নিক হোল্ট ও স্টিভ জেমস লিখেছেন, "সুপার ওভারের উন্মাদনার মাঝে ২৭ হাজার দর্শক ভর্তি স্টেডিয়ামে কোনো শুনশান জায়গা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল। বিশেষ করে দর্শকের চোখ, টিভি ক্যামেরা তখন মাঠ, লংরুম (লর্ডসের বিখ্যাত সে রুম যেখান দিয়ে খেলোয়ারোরা সদস্যদের সামনে দিয়ে মাঠে ঢোকেন) এবং ড্রেসিং রুমে সবার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু বেন স্টোকসের লর্ডসের অলি—গলি ভালোই চেনা। এউইন মরগান যখন ড্রেসিংরুমে সবাইকে শান্ত করতে ব্যস্ত, কী করা যায় সে পরিকল্পনা করছেন; তখন স্টোকস আস্তে করে বেরিয়ে গেলেন দুদন্ড শান্তির খোঁজে।""পুরো শরীরে ঘাম আর ধুলো। দুই ঘন্টা ২৭ মিনিট ধরে অবিশ্বাস্য চাপে ব্যাট করেছেন। স্টোকস কী করলেন তখন? ইংল্যান্ডের ড্রেসিংরুমের পেছনে চলে গেলেন। অ্যাটেন্ডেন্টদের অফিস আর গোসলের জায়গা পার হয়ে চলে গেলেন এক কোনায়। সেখানেই একটি সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে শান্ত করলেন।"এর পরই আবার ব্যাট করতে নেমেছিলেন স্টোকস। সুপার ওভারে তাঁর ৩ বলে ৮ রান ও অন্য প্রান্তে বাটলারের ৭ রানের ১৫ রানের পুঁজি পায় ইংলিশরা। নিউজিল্যান্ড সে রান টপকাতে পারেনি তাদের ৬ বলের কোটায়। প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্য পূরণ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের।এখন এ জয়ের পেছনে স্টোকসের ইস্পাতদৃঢ় মানসিকতাকেই দেখবেন, নাকি দেখবেন অস্বাস্থ্যকর কিছু ধোঁয়ার অদৃশ্য প্রভাবসেটা পাঠকের বিবেচনা।

বিশ্বকাপের ব্যথা এখনো ভুলতে পারছে না নিউজিল্যান্ড

স্নায়ুক্ষয়ী সেই ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের এক বছর পূর্তি আজ। শিরোপার একদম হাতছোঁয়া দূরত্বে চলে এসেও খালিহাতে ফিরতে হয়েছিল সেদিন কেইন উইলিয়ামসনদের। যে যন্ত্রণার স্মৃতি এখনও দগদগেসুপার ওভারের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। ক্রিজে মার্টিন গাপটিল আর জিমি নিশাম, ওদিকে বল হাতে ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার।শেষ দুই বলে তখন তিন রান লাগে। মূল ম্যাচে ইংল্যান্ডের ইনিংসের শেষটার মতো দৃশ্যপট! পঞ্চম বলে এক রান নিয়ে সমীকরণটা এক বলে দুই রানে নিয়ে এলেন গাপটিল-নিশাম। শেষ বলটা ডিপ উইকেটের দিকে কোনোরকমে ঠেলে পড়িমরি করে ছুট লাগালেন গাপটিল। এক রান পেলেন, দ্বিতীয় রানটা নিতে গিয়ে হয়ে গেলেন রান আউট! ব্যস, সুপার ওভারেও টাই!

এমন ম্যাচে কেউ জয়ী বা পরাজিত থাকে না। তাও, ট্রফি তো কোনো এক দলকে দিতেই হবে, তাই বুঝি আইসিসি নিয়ম করে রেখেছিল, সুপার ওভারের পরেও ম্যাচ টাই হলে যে দল সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি মারবে, তারাই জিতবে। আর এ হিসাবে ইংল্যান্ড মেরেছে ২৪ বাউন্ডারি, নিউজিল্যান্ড ১৬টি। অর্থাৎ ইংল্যান্ডই জয়ী। একদম শেষ পর্যন্ত গিয়েও তাই খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল কিউইদের।সে যন্ত্রণা কী এখনও পোড়ায় না তাঁদের? এক বছর পর সে দলের কোচ-খেলোয়াড়দের কথা শুনলে সে নিয়ে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়!

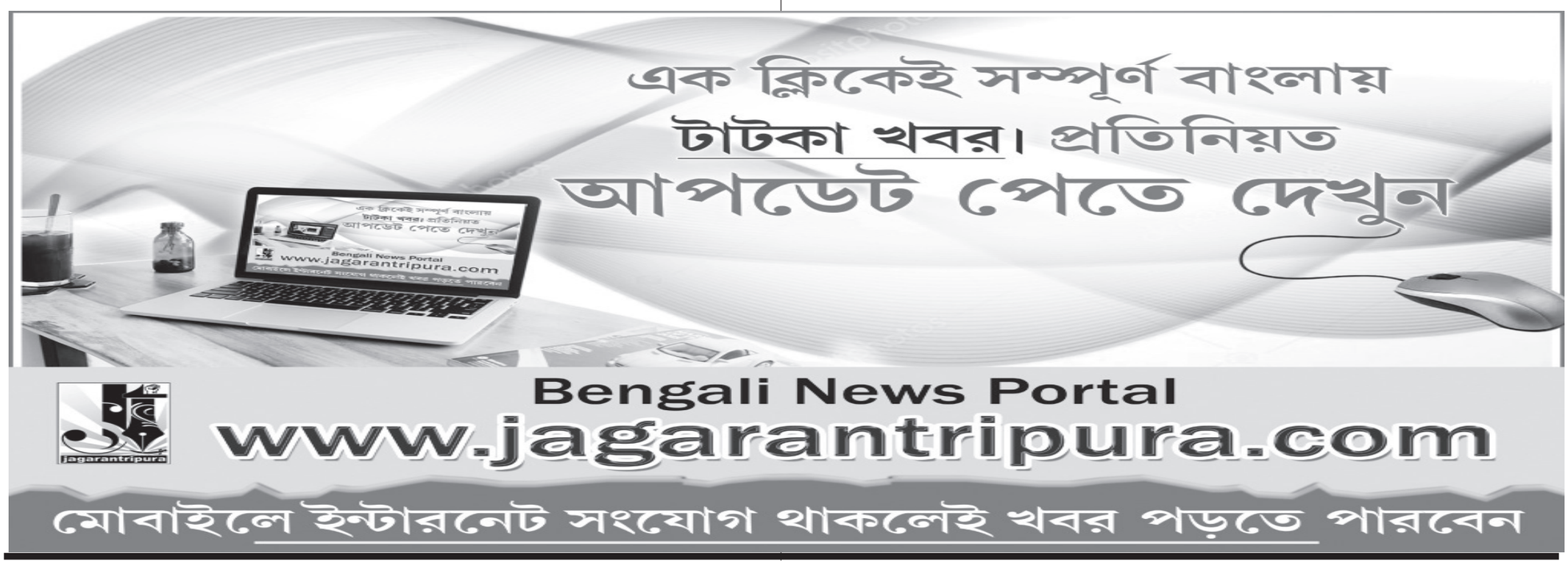

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হন। ছবি-পিআইবি।

ফের ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত গন্ডাছড়ার সৌরভ দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ জুলাই।। আবারও ব্রেইন টিউমারে আক্রান্ত গন্ডাছড়া দুর্গাপুর এলাকার গোপাল দাসের ছেলে সৌরভ দাস। জানা যায় ২০১৬ সালে সৌরভের ব্রেইন টিউমার ধরা পড়ে। এই সময় চেন্নাই গিয়ে প্রায় ২০ থেকে ২২ লক্ষ টাকা খরচ করে তার অপারেশন করা হয়। এরপর তিন বছর ভালই ছিল। ইদানিং প্রায় পনের বিশ দিন আগে হঠাৎ করে তার মাথায় প্রচন্ড ব্যাথা দেখা দেয়। পরে আগরতলা নিয়ে গিয়ে তার সিটিস্কেন করার পর আবার ব্রেইন টিউমার ধরা পড়ে। এই কথা শুনার পর তার মা বাবা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কিভাবে তাদের একমাত্র ছেলেকে আবার চেন্নাই নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করাবেন তা ভেবে পাচ্ছে না। সৌরভের বাবা গোপাল দাস প্রাথমিক বিভাগের একজন শিক্ষক।

তিনি শিক্ষকতার চাকরি করে যা সঞ্চয় করেছিলেন ছেলের চিকিৎসা করতে গিয়ে সবই শেষ। এদিকে সৌরভ এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় গন্ডাছড়া সেন্ট আরনল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে। এমত অবস্থায় তার পড়াশোনার ভবিষ্যতইবা কি হবে। সব মিলিয়ে শিক্ষক গোপাল বাবুর পরিবার এখন দিশেহারা।

আইপিএফটি ডিভিশন কমিটির সভাপতি পদে থেকে বহিষ্কৃত সূর্যসেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ জুলাই।। আইপিএফটি দলের সুপ্রিমো নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা গন্ডাছড়া আইপিএফটি ডিভিশন কমিটির সভাপতি সূর্যসেন জমাতিয়া কে অনির্দিষ্টকালের জন্য দল থেকে বহিস্কার করেন। এই বিষয়ে নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার জুলাই মাসের ৪ তারিখ স্বাক্ষরিত একটি বহিস্কার চিঠি সূর্যসেন জমাতিয়ার কাছে এসে পৌছে। এ বিষয়ে মঙ্গলবার সকালে সূর্যসেন জমাতিয়া ওনার নারায়নপুর স্থিত বাসভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সম্মেলনে তিনি বলেন অনৈতিক অভিযোগ তুলে দল আমাকে বহিস্কার করেছে। আইপিএফটি দলের দুর্দিনের কর্মী ছিলাম। রইস্যাবাড়ি থেকে গন্ডাছড়া সিপিআইএম দলের কর্মীদের সাথে যুদ্ধ করে দলটাকে আজ ক্ষমতায় বসিয়েছি। দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে বহু মামলা এখানো কোর্টে চলছে। মানুষ থেকে ধার করে টাকা নিয়ে দলের কর্মীদের মামলা গুলি শেষ করার চেষ্টা করছি। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে মহকুমায় আইপিএফটি দলের মধ্যে সিপিআইএম থেকে আসা দুষ্ট লোকের দাপট বেড়ে গেছে। দুঃসময়ের কর্মীদের পার্টির মধ্যে এখন আর কোন সম্মান নেই। যারা দলের জন্য দিবারাত্রি লড়াই করে গেছেন তারা আজ পেটের তাগিদে দল ছেণে অন্যত্র চলে গেছেন। আমাকে চক্রান্ত করে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন।

প্রাণ বাঁচাতে প্লাজমা থেরাপি অত্যন্ত সহায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): দ্বিতীয় প্লাজমা ব্যাঙ্ক পেল দিল্লি সরকার। কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য মঙ্গলবার দিল্লির লোক নায়েক জয় প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে প্লাজমা ব্যাঙ্কের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন প্লাজমা ব্যাঙ্ক উদ্বোধন করার পর মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ''প্রাণ বাঁচাতে প্লাজমা থেরাপি সত্যিই অত্যন্ত সহায়ক। একশো শতাংশ সফল হবে তা বলা সম্ভব নয়...তবে দিল্লিতে মৃত্যুর হার কমছে এবং প্লাজমার ভূমিকা রয়েছেই।''

কেজরিওয়াল আরও বলেন, ''দিল্লিতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমছে, তবে মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে। কোভিদ-১৯ ফের যে ফিরবে না, তা বলা সম্ভব নয়। মাস্ক পরা, স্যানিটাইজার এবং হাত ধোঁয়া ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।কেজরিওয়াল এদিন জানান, মধ্য দিল্লিতে অবস্থিত লোক নায়েক জয় প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতাল, প্লাজমা দান করতে ইচ্ছুকরা সহজেই সেখানে যেতে পারবেন। সুস্থ হওয়ার ১৪ দিন পর প্লাজমা দান করতে পারবেন কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীরা।

মৃদু ভূমিকম্পে কাঁপল নাগাল্যান্ড তীব্রতা ৩.৫

কোহিমা, ১৪ জুলাই (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পূর্বের পাহাড়ি রাজ্য নাগাল্যান্ড। মঙ্গলবার সকালে মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় নাগাল্যান্ডের লংলেং জেলায়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫।মৃদু কম্পনে ক্ষয়ক্ষতিত কোনও খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮.৩২ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় নাগাল্যান্ডের লংলেং জেলায়, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে। এদিনের ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি

ফের রেকর্ড! ৪১১ বেড়ে আমেরিকায় করোনায় মৃত্যু ১৩৫,৫৮২

ওয়াশিংটন, ১৪ জুলাই (হি.স.): দৈনিক করোনা-আক্রান্তের নিরিখে একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলেছে আমেরিকা। উদ্বেগ বাড়িয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯,২২২ জন। ফলে মার্কিন মুলুকে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩.৩৬ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

আমেরিকায় আক্রান্তের পাশাপাশি মৃত্যুও হু হু করে বাড়ছে। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, লাগাতার বাড়তে বাড়তে মার্কিন মুলুকে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৫৮২-তে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৪১১ জনের।

টেস্ট রিপোর্ট নেগেটিভ, করোনা-আক্রান্ত নন কে পালানিস্বামী

চেন্নাই, ১৪ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতে করোনা-প্রকোপের মধ্যেই স্বস্তির খবর, করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হননি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ই কে পালানিস্বামী। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ই কে পালানিস্বামী

ছয়ের পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রীসহ ধৃত এক কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। সোনামুড়া থানার পুলিশ কুলুবাড়ি সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে একটি গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। এক নেশা কারবারিকেও পাকড়াও করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে সোনামুড়া থানার ওসি প্রার্থনা ভৌমিক জানান সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে সোনামুড়া থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে সীমান্ত এলাকা থেকে একটি গাড়ি আটক করা হয়। ওই গাড়িতে করে ফেনসিডিল সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশী পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল।সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। উদ্ধার করা ফেনসিডিলের পরিমাণ ২ হাজার ৭৫০ বোতল।উদ্ধার করা নেশাজাতীয় পাচার সামগ্রী সোনামুড়া থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।আটক জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রে জড়িত আরও কয়েকজনকে পাঠাও করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

সোনামুড়া থানার পুলিশ আরো জানায় লকডাউন চলাকালেও পাচারকারীরা সীমান্ত দিয়ে নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচারের নিরন্তন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ এবং বিএসএফের জওয়ানরা বিরোধী অভিযানে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছেন।এক হলে নেশা কারবারিরা ক্রমশ কোনঠাসা হয়ে পড়তে শুরু করেছে বলেও জানিয়েছেন সোনামুড়া থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক। এ ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশামুক রাজ্য হিসেবে গঠন করার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

রাজ্য সরকারের এই প্রয়াসকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারিরা নতুন নতুন কৌশলে নেশা সামগ্রী পাচার অব্যাহত রেখেছে।বিশেষ করে করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে লকডাউন ঘোষণা করার পর থেকে নেশা বিরোধী অভিযান চালানো অনেকটাই থমকে পড়েছে।সে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে রোগ যেমন চলাকালেও নেশা কারবারিরা নেশাজাতীয় সামগ্রী প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে পাচারের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।সোনামুড়া সীমান্ত থেকে ফেনসিডিলসহ এক নেশা পাচারকারীকে আটক করার মধ্য দিয়ে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে।

মাস্ক বিরোধী অভিযানে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় শান্তিরবাজার থানার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ জুলাই।। শান্তিরবাজার থানার উদ্দ্যোগে মাস্ক পরিধানকারীদের চকলেট দিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। করোনা ভাইরাসের অতিমারি থেকে রক্ষা পেতে গেলে সকলকে মাস্ক পরা প্রয়োজন। অপরদিকে কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকার সকলকে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করেছে। এইজন্য রাজ্যে মাস্ক যারা পরবেন না তার জন্য জরিমানা বাড়িয়ে ২০০ টাকা করা হয়েছে। আজ শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে বাজারে যে সকল লোকজন মাস্ক পরিধান করেছে সেই সকল লোকজনদের চকলেট দিয়ে মিষ্টিমুখ করানো হয়। অপরদিকে যারা মাস্ক পরিধান করেননি তাদেরকে জরিমানা করেছে শান্তিরবাজার থানার পুলিশ। শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী জানান এই পর্যন্ত শান্তিরবাজার থানার উদ্যোগে মাস্ক বিরোধী অভিযানে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। আগামীদিনেও এইধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান শান্তিরবাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী।

পথ চলা শুরু হল গন্ডাছড়া প্রেসক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১৪ জুলাই।। মঙ্গলবার থেকে পথ চলা শুরু হল গন্ডাছড়া প্রেসক্লাবের। আজ গন্ডাছড়া রাজস্ব ডাকবাংলোতে এক সাধারন সভার মধ্য দিয়ে গন্ডাছড়া প্রেসক্লাব গঠন করা হয়। গন্ডাছড়া প্রেসক্লাবের সভাপতি নিযুক্ত হন রবি সিং, সম্পাদক সুশান্ত দাশ, কোষাধক্ষ্য অনিমেষ দাস। ১৩ জন সদস্য নিয়ে এই প্রেসক্লাব গঠন করা হয়। আগামী তিন বছরের জন্য এই নবনিযুক্ত কমিটির উপর প্রেসক্লাব পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই নব গঠিত প্রেসক্লাবের সমস্ত সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মাননীয় সাংসদ শ্রীযুক্ত রেবতী ত্রিপুরা এবং এলাকার বিধায়ক শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ত্রিপুরা।

চলতি সপ্তাহে ভারতে ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): ভারতে প্রতিদিনই লাফিয়ে বাড়ছে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। আক্রান্তের পাশাপাশি দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে মৃত্যুও। লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে, মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত ভারতে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ন'লাখ ছাড়িয়ে গেল। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৮ হাজার ৪৯৮ জন নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ৯ লক্ষ ৬ হাজার ৭৫২ জন।কোভিড-১৯ ভাইরাসে প্রকোপে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর আশঙ্কা, চলতি সপ্তাহেই ভারতে ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা।

মঙ্গলবার একটি মিডিয়া রিপোর্ট নিজের টুইটার হ্যান্ডেল পোস্ট করেন রাহুল গান্ধী। ওই মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) জানিয়েছে, অনেক দেশ ভুল পথে এগোচ্ছে, তাই করোনা-পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে এগোচ্ছে। ওই মিডিয়া রিপোর্ট পোস্ট করে আশঙ্কার সঙ্গে রাহুল লেখেন,

''চলতি সপ্তাহে আমাদের দেশে ১০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা।'' প্রসঙ্গত, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সংক্রমণের হার ১০ শতাংশ। আক্রান্তের পাশাপাশি ধারাবাহিক ভাবে বেড়ে চলেছে মৃত্যুও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুসারে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনার জেরে মৃত্যু হয়েছে ৫৬৩ জনের। এ নিয়ে দেশে মোট ২৩ হাজার ৭২৭ জনের প্রাণ কাড়ল করোনাভাইরাস।

উত্তরপ্রদেশের সংক্ষিপ্ত লকডাউন নিয়ে প্রশ্ন প্রিয়াঙ্কার

লখনউ, ১৪ জুলাই (হি. স.): উত্তরপ্রদেশে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য লকডাউন নিয়ে যোগী সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।গত শুক্রবার রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত সাময়িক সময়ের জন্য লকডাউন জারি করা হয়েছিল গোটা উত্তরপ্রদেশে। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের বিজেপি সরকারকে কটাক্ষ করে প্রিয়াঙ্কা জানিয়েছেন, এই নয়া প্রয়োগ সমাপ্ত হওয়ার পর রাজ্যজুড়ে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ১৬৬৪। এই স্বল্প সময়ে লকডাউনকে বেবি লকডাউন হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রিয়াঙ্কা

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভারতে ৯ লক্ষ ছাড়াল করোনা-সংক্রমণ সুস্থতার হার বাড়ছেই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৪ জুলাই (হি.স.): উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশই বাড়ছেই। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৯ লক্ষ ছাড়াল কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা। সুস্থতার হারও বাড়ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যুও। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ৫৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ২৮,৪৯৮ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২৩,৭২৭ জন এবং সংক্রমিত ৯,০৬,৭৫২ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫,৭১,৪৬০ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৯,০৬,৭৫২ জন (সক্রিয় করোনা রোগী ৩,১১,৫৬৫)। এখনও পর্যন্ত গোটা দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৩,৭২৭। এর মধ্যেই চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫,৭১,৪৬০ জন। সুস্থতার হারও বাড়ছে, কোভিড-১৯ রোগীদের সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩.০২ শতাংশ। সুস্থতা এবং মৃত্যুর অনুপাত ৯৬.০১ শতাংশ: ৩.৯৯ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৩,১৭৪ জনের মধ্যে অন্ধ্রপ্রদেশে ৩৬৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে দু''জন, অসমে ৩৬ জন, বিহারে ১৬০ জনের, চন্ডীগড়ে ৮ জন, ছত্তিশগড়ে ১৯ জন, দিল্লিতে ৩,৪১১ জনের, গোয়া ১৭ জন, গুজরাটে ২০৫৫ জনের, হরিয়ানায় ৩০৮ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১১ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১৮৭ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৩৩ জনের, কর্ণাটকে ৭৫৭ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩৩ জন, লাদাখে একজন, মধ্যপ্রদেশে ৬৬৩ জন, মহারাষ্ট্রে ১০,৪৮২ জনের মৃত্যু হয়েছে, মেঘালয়ে দু''জন, ওড়িশায় ৭০ জনের, পুদুচেরিতে ১৮ জন, পঞ্জাবে ২০৪ জন, রাজস্থানে ৫২৫ জনের, তামিলনাড়ুতে ২,০৩২ জন, তেলেঙ্গানায় ৩৬৫ জন, ত্রিপুরায় দু''জন, উত্তরাখণ্ডে ৪৯ জন, উত্তর প্রদেশে ৯৫৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৯৫৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মহারাষ্ট্র, দিল্লি, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ-এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক এবং প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের সংখ্যা ২,৬০,৯২৪-এ পৌঁছেছে। দিল্লিতে আক্রান্ত ১১,৩৭,৪০, গুজরাটে ৪২,৭২২, পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা ৩১,৪৪৮, উত্তর প্রদেশে ৩৮,১৩০ এবং তামিলনাড়ুতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,২৭,৯৮।

ভারতে দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ জুলাই পর্যন্ত মোট ১,২০,৯২,৫০৩টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৩ জুলাই ২,৮৬,২৪৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুলাই।। লক ডাউনের রাত্রিকালীন জনতা কারফিউতে-ও যান দুর্ঘটনা যেন পিছু ছাড়তে চাইছে না। আবারও যান সন্ত্রাসে গুরুতর আহত ২ বাইক আরোহী। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন দক্ষিণ পুলিনপুর মিলন সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় আজ তথা মঙ্গলবার রাত ৯ টা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,টিআর ০৬ ঙ ৯৫০৫ নম্বরের একটি বাইক নিয়ে জয়ন্ত দাস (৩০) এবং রজত বিশ্বাস (২৫) নামের দুই যুবক দ্রুত গতিতে তুইসিন্দ্রাই এলাকা থেকে নিজ বাড়ি তথা মোহরছড়া যাওয়ার পথে রাত ৯ টা নাগাদ পুলিনপুর মিলন সংঘ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় এসে বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার খবর যায় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।তেলিয়ামুড়ার অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে তড়িঘড়ি করে তাদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে দুজনের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তবে উল্লেখ্য, ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী মদ্যপ পান অবস্থায় দ্রুত-গতিতে বাইক চালানোর ফলেই এই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।।

কাঞ্চনপুরে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৪ জুলাই।। আজ সকালে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে মহকুমা ভিত্তিক বেশ কয়েকটি দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে রক্তদান শিবির করা হয়। উক্ত শিবিরে ২৭ জন রক্ত দান করেন। এদের মধ্যে টিএসআরের দশজন রক্তদান করেন। বাকিরা অন্যান্য দপ্তরের। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবক গৌতম রায় ও মহকুমা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন মেডিকেল অফিসার হরেন্দ্র রিয়াং, সিনিয়র নার্স রেমী ও মহামায়া চাকমা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন,

ছয়ের পাতায় দেখুন

কদমতলা সীমান্তে পাচারকালে তিনটি গবাদী পশু আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকার ইয়াকুব নগর সীমান্ত এলাকা থেকে বিএসএফের ১৬৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর জওয়ানরা পাচারকালে তিনটি গবাদিপশু আটক করতে সক্ষম হয়েছে।গত গভীররাতে গরু পাচারকারীরা ওই সীমান্ত পথ দিয়ে গবাদিপশু বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা করছিল। তখন ঐ সীমান্তে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বিএসএফের জওয়ানরা পাচারকারীদের পিছু ধাওয়া করে।

বিএসএফের ধাওয়া খেয়ে পাচারকারীরা গরু ফেলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।পাচারকারীরা পালিয়ে যাওয়ার পর ওই সীমান্ত এলাকা থেকে তিনটি গবাদিপশু উদ্ধার করে বিএসএফের জওয়ানরা। এ ব্যাপারে কদমতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।উদ্ধার করা গবাদি পশুগুলো ধর্মনগর গো-রক্ষা সমিতির হাতে তুলে দেওয়া।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে সীমান্ত এলাকা থেকে প্রায় বাংলাদেশি চোরের দল হানা দিয়ে গবাদিপশু সহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফের টহল দাঁড়ি থাকলেও পাচারকারী ও বাংলাদেশের চোরেরা তাদের পাচার ও অপকর্ম অব্যাহত রেখেছে।সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দারা রাত জেগে তাদের গবাদিপশুর সহ অন্যান্য সম্পদ রক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন।

সীমান্ত গ্রামে বসবাস করা রীতিমতো কঠিন হয়ে উঠেছে ভারতীয় নাগরিকদের।সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণের নিরাপত্তা এবং সম্পদ রক্ষায় বিএসএফ এবং আরক্ষা প্রশাসনকে আরো কঠোর নজরদারি ও এর ব্যবস্থা করার জন্য জোরালো দাবি জানিয়েছেন সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ।উল্লেখ্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সীমান্ত এলাকায় কঠোর নজরদারি বজায় রাখার জন্য বিএসএফকে নির্দেশ দেওয়া হলেও তার মধ্যেও বাংলাদেশ পাচারকারী দল প্রতিনিয়ত সীমান্ত গ্রামে অব্যাহত রেখেছে।গতকাল রাতে কদমতলা থানা এলাকার ইয়াকুব নগর সীমান্ত এলাকায় তিনটি গরু পাচারকালে আটক করার মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ তুলে ধরেছেন বিএসএফের জওয়ানরা। গবাদি পশু আটক করার পর সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। বিএসএফের কাজকর্মে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।

কোয়ারেন্টিনে থেকে বিরক্ত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট, পুনরায় করোনা-টেস্টের পরিকল্পনা

ব্রাসিলিয়া, ১৪ জুলাই (হি.স.): প্রাণঘাতী কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বোলসোনারো। সপ্তাহখানেক হল বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন তিনি, এই অল্প সময়ের জন্য কোয়ারেন্টিনে থেকেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট। ''আইসোলেশনে এভাবে থাকতে পারছি না। এটা ভয়ঙ্কর''-এমন বিরক্তি প্রকাশ করে পুনরায় করোনা-টেস্টের চিন্তাভাবনা করেছেন তিনি।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, ''বাড়িতে থাকতেই পারছি না আমি। এটা ভয়ঙ্কর।'' তিনি আরও জানিয়েছেন, ''আমি এখন সুস্থ আছি। শরীরে জ্বর অথবা শ্বাসকষ্ট একেবারেই নেই।'' কোয়ারেন্টিন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাই পুনরায় করোনা-টেস্ট করার চিন্তাভাবনা করেছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট।

৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যায় ধারালো অস্ত্রও ব্যবহার করা হয়েছিল : প্রশান্ত কুমার

কানপুর, ১৪ জুলাই (হি.স.): তদন্ত যত এগোচ্ছে, কানপুর এনকাউন্টার মামলায় উঠে আসছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা গিয়েছে, গত ৩ জুলাই বিকারু গ্রামে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ৮ জন পুলিশ কর্মীকে। সার্কেল অফিসার দেবেন্দ্র মিশ্রর শরীরে চারটি গুলির ক্ষত ছিল। এছাড়াও এটাও জানা গিয়েছে যে, পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পুলিশ কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছিল। পাশাপাশি এনকাউন্টারের পর দুষ্কৃতীরা পুলিশ কর্মীদের যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র লুট করে পালিয়েছিল, সেই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর প্রদেশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার জানিয়েছেন, কানপুর এনকাউন্টার মামলায় মোট ২১ জন অপরাধী অভিযুক্ত, তাদের মধ্যে বিকাশ দুবে-সহ ৬ জন অভিযুক্ত পুলিশি অভিযানে মারা গিয়েছে এবং গ্রেফতার করা হয়েছে শশীকান্ত-সহ ৪ জন অভিযুক্তকে। উত্তর প্রদেশের এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার আরও জানিয়েছেন, গত ৩ জুলাই কানপুরের বিকারু গ্রামে ৮ জন পুলিশ কর্মীকে হত্যা করার পর, পুলিশ কর্মীদের আগ্নেয়াস্ত্র লুট করেছিল অপরাধীরা। বিকাশ দুবে তার সঙ্গীদের বলেছিল আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখতে, বিকাশের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে লুট হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

৩ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ৫২১ জনের, করোনা-সংক্রমিত ২৫,০৩৪ জন

জয়পুর, ১৪ জুলাই (হি.স.): রাজস্থানে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা, মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৯৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। নতুন করে ৯৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৫,০৩৪। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিট পর্যন্ত রাজস্থানে নতুন করে ৯৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।

আক্রান্ত ৯৮ জনের মধ্যে আলওয়ারে ৩৭ জন, ভরতপুরে একজন, ভিলওয়ারায় ৪ জন, বুন্দিতে দু''জন, দৌসায় ৪ জন, জয়পুরে ৩৪ জন, জালোরে একজন, ঝালাওয়ারে দু''জন, ঝুনঝুনুতে ৪ জন, কোটায় ৫ জন এবং রাজাসমন্দে একজন আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে রাজস্থানে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২৫,০৩৪-এ পৌঁছেছে। স্বস্তির বিষয় হল, মরুরাজ্যে ইতিমধ্যেই করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৮,৭৫৪ জন। সক্রিয় করোনা রোগী ৫,৭৫৯ এবং নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর পর মরুরাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫২১ জনের।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।